৩৬ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১৮

- ছিয়ামের ফাযায়েল, মাসায়েল ও শিক্ষা
- প্রশিক্ষণের মাস রামাযান
- শিরক ও এর ভয়াবহ পরিণতি
- মাওলানা আব্বাস আলী : জীবন ও কর্ম
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত

আহলান
সাহলান
মাহে
রামাযান

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৩৬ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **তাবলীগ**
  পবিত্র মাহে রামাযান ও তার শিক্ষা ৫
  মুহাম্মাদ আবুল কালাম
- **তারবিয়াত**
  পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (৫ম কিস্তি) ১০
  আব্দুর রহীম
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  শিরক ও এর ভয়াবহ পরিণতি ১৬
  মোসাঃ মানোয়ারা বিনতে মঈনুল ইসলাম
- **ধর্ম ও সমাজ**
  প্রশিক্ষণের মাস : রামাযান ২২
  লিলবর আল-বারাদী
- **প্রবন্ধ**
  একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (৪র্থ কিস্তি) ২৮
  এ. এইচ. এম রায়হানুল ইসলাম
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৩
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **শিক্ষাঙ্গন**
  শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত (২য় কিস্তি) ৩৫
  মুখতার আযহার
- **সংগ্রামী জীবন**
  মাওলানা আব্বাস আলী : জীবন ও কর্ম ৩৯
  মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
- **পরশ পাথর**
  মার্কিন নও মুসলিম অ্যারেন সেলার্স-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ৪৪
- **ইংরেজী প্রবন্ধ**
  Prophetic lessons : what comprises leadership ৪৬
  -Mirza Yawar Baig
- **তারুণ্যের ভাবনা**
  কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল (২য় কিস্তি) ৪৯
  হাফীযুর রহমান
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

জ্ঞানার্জনে ব্রতী হৌন!

মানুষের জ্ঞান সসীম। আল্লাহ্র জ্ঞান অসীম। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ প্রদত্ত সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য জীব থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। অমূল্য এ জ্ঞানের লালন ও কর্ষণের মাধ্যমে মানুষ তার ভিতরে লুক্কায়িত প্রতিভা বিকাশে সদাতৎপর থাকে। সে মেধা খাটিয়ে নিত্য-নতুন আবিষ্কারের জন্য বৈদগ্ধের সবুজ চারণভূমিতে বিচরণ করে। কিন্তু নিরন্তর কোশেশের বদৌলতে সে এ মহাবিশ্বের কতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছে তা জানলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার এক গবেষণায় দেখা গেছে, মহাবিশ্বের মাত্র ৫% মানুষ জানতে পেরেছে। বাকী ৯৫% এখনো মানুষের অজানা রয়ে গেছে। নাসার বিজ্ঞানীদের ভাষ্য হল, More is unknown than is Known. No one expected this, no one knew how to explain it. But something was causing it. It is a complete mystery. But it is an important mystery. অন্যদিকে আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের গবেষণামতে পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিস্কৃত। পৃথিবীতে আরো এক হাযার কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যার কথা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানেন না।

জ্ঞানের তারতম্যের কারণে মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত অবস্থানেরও প্রভেদ ঘটে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন। এর মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপর তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেরেশতারা এক বাক্যে আদমের মর্যাদা স্বীকার করে নেন। অন্যদিকে ইবলীস গর্বোদ্ধত হয়ে আদম (আঃ)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করতঃ চির অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যেও এ স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। সামান্য জ্ঞান অর্জন করে সে নিজেকে জ্ঞানী ভাবতে শুরু করে। অথচ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, 'আমি জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে কেবল উপলখণ্ডই কুড়িয়ে গেলাম। জ্ঞানের বিস্তীর্ণ সমুদ্র এখনো সামনেই পড়ে রইল'। অনেকে না জেনে ফৎওয়া প্রদান করে প্রতিনিয়ত মানুষকে ভ্রষ্টতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ফলে নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়, তেমনি অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে *(বুখারী হা/১০০)*। অথচ সালাফে ছালেহীনের নীতি ও আদর্শ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাহাবায়ে কেরামকে রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নির্দ্বিধায় বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, হে জনগণ! যে জানে সে বলুক। আর যে জানে না, সে যেন বলে اَللهُ اَعْلَـــمُ 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'। কেননা এটিই হল জ্ঞানী ব্যক্তির কথা *(বুখারী হা/৪৮০৯; মুসলিম হা/২৭৯৮)*। ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসিত ৪৮টি প্রশ্নের উত্তরে ৩২টিতেই لاَ اَدْرِىْ 'আমি জানি না' বলেছিলেন *(তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ৩২ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। আব্দুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হিঃ) বলেন, একদিন আমরা মালেক বিন আনাসের নিকটে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমি ভাল জানি না'। তখন লোকটি হতবাক হয়ে গেল। কেননা সে ভেবেছিল যে সে এমন একজন ব্যক্তির কাছে এসেছে, যিনি সবকিছু জানেন। লোকটি বলল, আমি ছয় মাসের পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখন আমি ফিরে গিয়ে আমার এলাকার লোকদের কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলে দিয়ো, মালেক বলেছেন যে, তিনি এ বিষয়ে ভাল জানেন না' *(জামে'উ বায়ানিল ইলম ২/৫৩)*। এজন্যই আলী (রাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ قَوْلَ : "لاَ أَدْرِى" أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُـــهُ 'আমি জানি না' বলা যে পরিত্যাগ করবে, সে ধ্বংস হবে *(নাহজুল বালাগাহ)*।

সুতরাং আমাদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হতে হবে। কেননা চর্চার মাধ্যমেই জ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। আলী (রাঃ) যথার্থই বলেছেন, كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيْقُ بِمَا جُعِلَ فِيْهِ إِلاَّ وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ 'প্রত্যেক পাত্রই তাতে জিনিস রাখার কারণে সংকুচিত হয়, একমাত্র জ্ঞানের পাত্র ব্যতীত, যা আরও প্রশস্ত হয়' *(নাহজুল বালাগাহ)*।

প্রিয় পাঠক! রামাযান মাস সমাগত। এ মাস হ'তে পারে আমাদের জন্য জ্ঞানচর্চার এক মোক্ষম সুযোগ। কুরআন মাজীদ অধ্যয়নের পাশাপাশি এ মাসে আমরা আমাদের জ্ঞানের জগতকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। নির্ভেজাল ইসলামী সাহিত্যের নিবিড় সান্নিধ্যে আসতে পারি। এতে আমাদের জীবনের গতিধারা অধিকতর বৈচিত্র্যময় এবং স্বচ্ছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমীন!!

Contents

চোগলখোরী

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ-

(১) 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না; এবং একে অপরের গীবত করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? তোমরা তো তা অপসন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

২- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

(২) 'হে ঈমানদারগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম এবং কোন নারীরাও যেন অন্য নারীদের বিদ্রূপ না করে, হ'তে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট। আর যারা তওবা করে না, তারাই তো যালেম' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

৩- وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ-الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ-يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ-

(৩) 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য। যারা সম্পদ জমা করে ও তা গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামাহ্র মধ্যে' *(হুমাযাহ ১০৪/১-৪)*।

৪- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ- وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ-وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ- هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ-مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ-

(৪) 'অতএব আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। যে পশ্চাতে নিন্দা করে ও একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। যে ভালকাজে বাধা দেয়, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ' *(ক্বলাম ৬৮/৮-১২)*।

৫- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ-

(৫) 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশংকায় যে, তামরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

হাদীছে নববী :

٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا-

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের হুঁশিয়ার করবনা, চোগলখোরী কি? তা হচ্ছে কুৎসা রটনা করা, যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাঃ) আরোও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলায় সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা কথা বলায় মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়'।[১]

٧- عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا يُبَلِّغُ الأُمَرَاءَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَتَّاتُ النَّمَّامُ-

(৭) হাম্মাম ইবনুল হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-কে একজন লোক অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাকে বলা হ'ল, এই লোক জনসাধারণের

১. *মুসলিম হা/১০২; ছহীহুল জামে' হা/২৬৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪৬; ।*

Contents

কথা প্রশাসকদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। (একথা শুনে) হুযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না। সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, ক্বত্তাতু হ'ল নাম্মাম-চোগলখোর'।[২]

৮- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হ'তে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একখানি গেড়ে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে'।[৩]

৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِى يَأْتِى هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ-

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ্র কাছে ঐ লোককে সব থেকে খারাপ পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সম্মুখে এক রূপ নিয়ে আসত, আর ওদের সম্মুখে অন্য রূপে আসত'।[৪]

১০- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِى يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব লোককে ঘৃণা করে যারা বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, যেমন করে গরু তার জিহ্বা নেড়ে থাকে'।[৫]

২. *আহমাদ হা/২৩৯৪৮; বুখারী হা/৬০৫৬; তিরমিযী হা/২০২৬।*
৩. *বুখারী হা/২১৮; মিশকাত হা/৩৩৮।*
৪. *বুখারী হা/৬০৫৮; মিশকাত হা/৪৮২২।*
৫. *আবুদাউদ হা/৫০০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৮০।*

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, চোগলখোরী কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম ও কাবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।[৬]

২. ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) চোগলখোরী একটি ভয়ানক বিষয় যাতে বড় ধরণের সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। আর চোগলখোরী গীবতের চেয়ে মারাত্মক। কেননা গীবত শুধুমাত্র কারো কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র কিন্তু চোগলখোরী তার চেয়ে বিশ্রী'।[৭]

৩. জাহেয (রহঃ) বলেন, চোগলখোরী হ'ল কোন মানুষের অপ্রিয় ও অসত্য কথা অন্য কারো কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। আর তা কোন গোপনীয় বা প্রকাশ্যে উভয়টিই হ'তে পারে'।[৮]

৪. জুরজানী (রহঃ) বলেন, চোগলখোর হ'ল ঐ ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির অপ্রিয় কথা বলে বেড়ায়। আর ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয় আর সেটি হ'তে পারে কথা, ইশারা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে'।[৯]

সারবস্তু :

১. চোগলখোরী হ'ল জাহান্নামের পথ।

২. দু'জনার মাঝে শত্রুতার আগুন ছড়িয়ে দিয়ে দু'টি পরিবারকে শেষ করে দেয়া।

৩. অশান্তি, বিশৃঙ্খলার ও সমাজ জীবনের বিষবৃক্ষ হ'ল চোগলখোরী।

৪. আপাতত দৃষ্টিতে ভাল মনে হ'লেও এর শেষ পরিণতি অত্যন্ত খারাপ।

৫. চোগলখোরী সমস্ত ভালবাসা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমস্ত ইবাদতকে বিলোপকারী।

৬. *আল-কাবায়ের ১৬০ পৃঃ।*
৭. *যাওয়াজির ৩৯৫ পৃঃ।*
৮. *তাহযীবুল আখলাক্ব ৩১ পৃঃ।*
৯. *আত-তা'রিফাত ২৬৭ পৃঃ।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

Contents

পবিত্র মাহে রামাযান ও তার শিক্ষা

- মুহাম্মাদ আব্দুল কালাম

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে ছিয়াম অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 'ইসলামের স্তম্ভ ৫টি। (১) আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) ছালাত কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ সম্পাদন করা এবং (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[১]

রামাযান আরবী মাস সমূহের মধ্যে নবম মাস। রামাযান শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া। বিশিষ্ট অভিধানবিদ আল্লামা ফিরোযাবাদী এ মাসের নাম রামাযান হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন-(১) অত্যধিক গরমের সময় এ মাস পড়েছিল বলে। (২) এ মাসে ছিয়াম পালনকারীর পেটের জ্বালা বেশী হয় বলে। (৩) ছিয়াম দ্বারা পাপরাশি ভস্মীভূত হয় বলে।[২]

ছিয়াম-এর পরিচয় :

ছিয়ামের শাব্দিক অর্থ :

صوم শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচন اصوام। এটা বাবে نَصَرَ এর মাসদার অর্থ হ'ল ক. বিরত থাকা, খ. নিবৃত থাকা, গ. আত্মসংযম ইত্যাদি। আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন, كُلُّ مُمْسِكٍ عَلَى طَعَامٍ اَوْ كَلَامٍ অর্থাৎ সকল প্রকার পানাহার ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থ :

আল্লামা জুরজানী বলেন, هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ– অর্থাৎ নিয়তের সাথে ছুবহে ছাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানদের উপর রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার। ২য় হিজরীতে মদীনায় অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মুসলমানদের উপর সর্বপ্রথম রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

ছিয়ামের নিয়ত :

নিয়ত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে'।[৩]

সাহারী খাওয়া :

পবিত্র রামাযান মাসে ছায়েম শেষ রাতে ছুবহে ছাদেকের পূর্বে ছিয়াম পালনের যে নিয়তে খাবার খায় তাকে সাহারী বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাক্বতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাক্বতূম ফজরের আযান দেয়'।[৪]

বুখারী গ্রন্থের ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বর্তমানকালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৫]

সাহারী খাওয়া সুন্নাত। কেননা সাহারী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) সাহারী খাওয়ার ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً–

১. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬, মিশকাত হা/৪।*
২. *মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১০ পৃ. ২০।*
৩. *বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।*
৪. *বুখারী হা/৬১৭।*
৫. *মাসিক আত-তাহরীক, মে ২০১৬, পৃ.৩২।*

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ 'আমাদের ও আহলে কিতাবের (ইহূদী ও খৃষ্টান) সওমের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৭] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ-

'আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (সাহারী খাবার সময়) তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনতে পেলে সে যেন হাতের পাত্র রেখে না দেয়। যে পর্যন্ত না সে তা হ'তে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে'।[৮]

ইফতার :

ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' আর শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে যথেষ্ট হবে। তবে ইফতার শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য দো'আ পড়েছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) ইফতার করার পর বলতেন, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (*যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ*)। অর্থ পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৯]

ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দো'আ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ এই হাদীছটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হওয়ায় তা অগ্রহনীয়। সুতরাং ইফতার শেষে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ পড়া যায়। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর সতর্কতামূলক কয়েক মিনিট দেরীতে ইফতারের প্রচলিত রেওয়াজ ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ 'যখন ওদিক থেকে রাত (পূর্ব দিক হ'তে) নেমে আসে, আর এদিক থেকে (পশ্চিম দিকে) দিন চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখনই ছায়েম ইফতার করবে'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'মানুষ ততদিন কল্যাণের সাথে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহূদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[১২]

যদি কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায় তাহ'লে তার সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হয়। অথচ ছিয়াম পালনকারীর ছওয়াবের কোন কমতি করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে অথবা কোন যোদ্ধাকে (যুদ্ধের সামগ্রী দিয়ে) সুসজ্জিত করে দেবে, তার জন্যই সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৩]

ছিয়ামের পবিত্রতা :

রামাযান মাসে অনর্থক কথা-বার্তা বলা, মিথ্যা কথা বলা, গালি-গালাজ করা, গীবত করা, যুলুম করা ও অশ্লীল কার্যকলাপ সহ যাবতীয় অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[১৪]

ছিয়ামের গুরুত্ব :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ 'যখন রামাযান মাস আরম্ভ হয় তখন আসমানের দরজা-সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়'।[১৫]

---

৬. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।
৭. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩।
৮. আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।
৯. আবুদাঊদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩।
১০. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫।
১১. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
১২. আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।
১৩. তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২।
১৪. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।
১৫. বুখারী হা/১৮৯৯, ৩২৭৭; মুসলিম হা/১০৭৯; মিশকাত হা/১৯৫৬।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন রামাযান মাস শুরু হয় তখন আহ্বানকারী ঘোষণা দেন। بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ 'হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! আল্লাহ্র কাজে এগিয়ে দাও। হে অকল্যাণ ও মন্দ অনুসন্ধানী! অল্যাণ কাজ হ'তে) থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন এবং এটা (রামাযান মাসের) প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে'।[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম এবং পার্থিব কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। ছিয়াম বলবে হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা'আত কবুল কর। কুরআন বলবে হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুফারিশ গ্রহণ কর। অতঃপর উভয়ের সুফারিশ গ্রহণ করা হবে'।[১৭]

ছিয়ামের ফযীলত :

গুনাহ মাফের একটি বড় মাধ্যম হ'ল ছিয়াম। যে ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাছের সাথে ছিয়াম পালন করে তার যাবতীয় গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা কর দেন। এ মর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানে ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়'।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ-

'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরষ্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরুপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[১৯]

সাহল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ-

'জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন ছওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশে করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, ছিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে'।[২০]

অসুস্থ হ'লে বা সফর থাকলে তার ছিয়াম :

রামাযান মাসে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফরে থাকে এমতাবস্থায় তাকে ছিয়াম পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীতে এই ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে' *(বাক্বারা ২/১৮৪)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ 'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, হামযাহ ইবনু আমর

১৬. *তিরমিযী হা/৬৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০।*
১৭. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।*
১৮. *বুখারী হা/৩৮,১৯০১,২০১৪; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
১৯. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫১।*
২০. *বুখারী হা/১৮৯৬; মুসলিম হা/১১৫২।*

আসলামী (রাঃ) অধিক ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী (ছাঃ)-কে বললেন, আমি সফরেও কি ছিয়াম পালন করব? তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি ছিয়াম পালন করতে পার অথবা ইচ্ছা করলে নাও করতে পার'।[২১]

অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম তাদের বিধান :

শক্তিহীন, অতিবৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য শারঈ বিধান হচ্ছে ফিদইয়া প্রদান করা। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 'আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০জন মিসকীন খাইয়ে ছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মাহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন'।[২২]

স্ত্রী সহবাসের বিধান :

রামাযান মাসে দিনের বেলায় যৌন সম্ভোগ করা হারাম। এতে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা হ'ল একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করা অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো। এমর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক লোক রামাযানে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ করে ফেললো। তারপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ফৎওয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল না। তিনি বললেন, তাহ'লে একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে কি? সে বলল, না; তিনি বললেন, তাহ'লে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও।[২৩]

তবে রামাযান মাসে রাতে স্ত্রী সহবাস করা বৈধ। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 'ছিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীগমন সিদ্ধ করা হ'ল। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

লায়লাতুল ক্বদর :

মাহে রামাযান মাসে মর্যাদাপূর্ণ একটি রাত রয়েছে। যা ক্বদরের রাত। এ রাতের ইবাদত ও নেক আমল হাযার হাযার মাসের রাতের তুলনায় উত্তম।

এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(ক্বদর ৯৭/৩)*।

এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছালাতে রত থাকবে, আল্লাহ তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন'।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ–

'রামাযান মাসে একটি রাত আছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল সে (আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থেকে) বঞ্চিত রইল'।[২৫]

এ রাতের বিশেষ একটি দো'আ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলে দিন, আমি যদি ক্বদরের রাত পাই তাহ'লে কি দো'আ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি এই দো'আ পড়বে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[২৬]

লায়লাতুল ক্বদর কোন তারিখে হয়ে থাকে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধান কর'।[২৭]

বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে যার আলোকে বিদ্বানগণ এক একটির উপরে জোর দিয়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমস্ত হাদীছ একত্রিত করলে এ রাত্রিতে নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নেই। সুতরাং নির্দিষ্ট একটি দিনে নয় বরং রামাযানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল ক্বদর লাভের আশায় সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 'শেষ দশক হাযির হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সারা রাত জাগতেন, পরিবারের সবাই জাগাতেন এবং খুব কষ্ট করতেন ও কোমরে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন'।[২৮]

---

২১. বুখারী হা/১৯৪৩; মুসলিম হা/১১২১; মিশকাত হা/২০১৯।
২২. মাসিক আত-তাহরীক, মে২৯০১৬, পৃ.৩২।
২৩. বুখারী হা/১৯৩৬, ২৬০০, ৫৩৬৮, ৬০৮৭, ৬৮২১; মিশকাত হা/২০০৪।
২৪. বুখারী হা/৩৫,২০০৪; মিশকাত হা/১৯৫৮।
২৫. আহমাদ হা/৭১৪৮, ৮৯৭৯; নাসাঈ হা/২০০৬; মিশকাত হা/১৯৬২।
২৬. আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১।
২৭. বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩।
২৮. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।

Contents

রামাযানের শিক্ষা :

(১) মুত্তাক্বী হওয়া : মাহে রামাযান মাস আসে বান্দাকে পাপ, পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে মুত্তাকী করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

যে যত তাক্বওয়াশীল আল্লাহর নিকট সে তত সম্মানিত; এম মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

(২) কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন নাযিলের মাস হ'ল রামাযান। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। কুরাআন তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষরও পাঠ করবে, সে নেকী পাবে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি ও 'মীম' একটি অক্ষর'।[২৯]

(৩) দান ছাদাক্বাহ করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ 'আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর তোমাদের কারু মৃত্যু আসার আগেই' *(মুনাফিকুন ৬৩/১০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রামাযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী করীম (ছাঃ) তাকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাইল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন'।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'প্রতিদিন ভোরে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানশীলকে তুমি বিনিময় দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ কৃপণকে ধ্বংস করে দাও'।[৩১]

(৪) ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা :

ছিয়াম মানুষকে ভাতৃত্ববন্ধনের শিক্ষা দেয়। ধনী-দরিদ্র সবাই একসাথে পায়ে পা মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও তারাবীহর ছালাত জামা'আতে আদায় করা। একজন আরেকজনকে ইফতার করানো। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ 'একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করিয়ে দেখালেন'।[৩২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[৩৩]

(৫) হালাল রূযী :

ইবাদত কবুল হয় না হালাল রুযী ছাড়া। রামাযান মাসে বান্দা হালাল রুযী ভক্ষণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে ইফতার ও সাহারীতে। কেননা ছিয়াম পালনের কষ্ট যেন বৃথা না যায়। ফলে রামাযান মাসে হারাম বর্জন করে হালাল গ্রহণের মানসিকতা তৈরী হয়। হালাল রুযী ভক্ষণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

পরিশেষে বলা যায়, রামাযান মাস আত্মশুদ্ধির মাস। রামাযান মাস প্রশিক্ষণের মাস। মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ করে প্রকৃত মুমিন হিসাবে গড়ে তোলা কর্তব্য। এ মাসের শিক্ষা আগামী দিনের পথচলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ আমাদের পবিত্র মাহে রামাযান এর ছিয়াম সাধনার তাওফীক দান করুন এবং জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

২৯. তিরমিযী ২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭।
৩০. বুখারী হা/১৯০২।
৩১. বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৮৬০।
৩২. বুখারী হা/৪৮১, ২৪৪৬, ৬০২৬।
৩৩. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

- মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

(৫ম কিস্তি)

পিতা-মাতার মৃত্যু পরবর্তী অধিকার : পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, ক্বাযা ছওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা, দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি।

عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়'।[১]

(ক) পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

পিতা-মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বল, ***(উচ্চারণ:*** *রাব্বির হাম্হুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা)*।

'হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/ ২৪)*। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ, (২) উপকারী বিদ্যা এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[২] সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ —

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'।[৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ تُرْفَعُ لِلْمَيِتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'।[৪]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّي، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ: فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ-

---

১. *আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সুলাইম আসাদ-এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।*

২. *মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।*

৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।*

৪. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬, সনদ হাসান।*

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর'। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা তার দো'আয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি'।[৫]

নবী-রাসূলগণের পিতা-মাতার জন্য দো'আ : সকল নবী-রাসূল তাদের পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দো'আর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। পিতা-মাতার জন্য তাদের কিছু দো'আ নিম্নে পেশ করা হ'ল-

সুলায়মান (আঃ)-এর দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি আওঝি'নী আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকা-ল্লাতী আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আদ্খিল্নী বিরাহ্মাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছা-লিহীন।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ১৬/১৯)*।

নূহ (আঃ)-এর দো'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-

উচ্চারণ : 'রাব্বিগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত'।

'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন' *(নূহ ৭১/২৮)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

উচ্চারণ : *রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসা-ব।*

'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে *(ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)*।

৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৭, সনদ ছহীহ।*

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বি আওযি'নী আন্ আশ্কুরা নি'মাতিকাল্লাতী আন'আম্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আছলিহ্লী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুব্তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্ম পরায়ণ করো, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

(খ) পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দো'আ করা :

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করা ও তাদের জন্য দান ছাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো'আ পাওয়ার অধিকার রাখেন তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও অধিকার রাখেন। এটি অন্যতম সদ্ব্যবহারের মাধ্যম'।[৬] কাযী ইয়ায বলেন, لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ 'এ ক্ষেত্রে আমরা কোন বর্ণনা জানিনা যা মৃত্যু ও জীবিতদের মাঝে পার্থক্য করে'।[৭]

(গ) ঋণ পরিশোধ করা : পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ'লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মওকুফ করিয়ে নিবে। মওকুফ না করলে দাতাদের সহযোগিতার নিয়ে হ'লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। তবে পিতা-মাতা অন্যায় কাজে অনেক ঋণ করে থাকলে তা পরিশোধ করতে সন্তান বাধ্য নয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।[৮]

৬. *মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।*
৭. *আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে'।[৯]

(ঘ) অছিয়ত পূর্ণ করা : পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। .... কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল *(নিসা ৪/১২)*। তিনি আরো বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 'তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয় *(বাকারাহ ২/১৮০)*।[১০] একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না'।[১১] তবে অছিয়ত আছাবাদের জন্য নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

আবু উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত করা যাবে না'।[১২]

আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাবার চেয়ে তাদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকবো? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক ক্বওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলাহ এর দূর্ভাগ্য। (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন'।[১৩]

(ঙ) মানত পূর্ণ করা : পিতা-মাতার কোন শরী'আত সম্মত মানত থাকলে তা পালন করা সন্তানের আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا. قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ –

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওম এর কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ'লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ'তে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের পক্ষ হ'তে তুমি ছাওম পালন কর'।[১৪]

(চ) কাফ্ফারা আদায় করা : পিতা-মাতার উপর কোন কাফফারা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হ'তে পারে বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফফারাও হ'তে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا–

---

৯. *মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২; ছহীহুল জামে' হা/৮১১৯।*
১০. *মীরাছ বণ্টনের নীতিমালা সম্বলিত সূরা নিসা ১১-১২ আয়াত দ্বারা অত্র আয়াতের সামগ্রিক হুকুম রহিত (মানসূখ) হয়েছে। তবে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাদের মীরাছ নেই, তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অছিয়ত করা মুস্তাহাব হওয়ার হুকুম বাকী রয়েছে' (ইবনু কাছীর)।*
১১. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১।*
১২. *আবুদাঊদ হা/২৮৭০; ইবিনু মাজাহ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/২১২০; মিশকাত হা/৩০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২০, ৭৮৮,১৭৮৯।*
১৩. *বুখারী হা/৬৩৭৩; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।*
১৪. *বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করলো, আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সমুদ্রে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেলো। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'।[১৫]

(ছ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম বা বদলী হজ্জ পালন করা : ফরয ছিয়াম যা সফর বা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করাই কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে নিবে। আর যদি রোগের কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম আদায় না করে এবং রামাযানের পরেও সুস্থ হ'তে না পারে ও মারা যায় তাহ'লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য ছিয়াম ফরয নয়। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যেকোন কারণে হজ্জ পালন না করে পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে মারা গেলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী পালন করতে হবে'।[১৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ –

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকট আত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'।[১৭]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِى عَنْهَا . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا–

বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক মাসের ছিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হ'তে আমি কি ছিয়াম আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি ছিয়াম আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হ'তে আমি কি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হজ্জ আদায় কর'।[১৮]

عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: حُجِّ عَنْ أَبِيْكَ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর'।[১৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا. قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى–

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা এক মাসের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হ'তে এ ছিয়াম কাযা করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হ'ল অধিক উপযুক্ত'।[২০]

(জ) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা : পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ 'সব চাইতে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর, তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে'।[২১]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তার কথা অধিক

১৫. *আবুদাউদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।*
১৬. *ফাৎহুল বারী ৪/৬৪।*
১৭. *বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।*
১৮. *মুসলিম হা/১১৪৯ ; তিরমিযী হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১৯৫৫।*
১৯. *নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭।*
২০. *বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।*
২১. *আহমাদ হা/৫৬১২;ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫।*

সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমান বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হ'লেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই। প্রতি উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল'।[২২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِى خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ 'কোন দিন বকরী যবেহ হ'লে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশত নবী (ছাঃ) হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন'।[২৩] আরেক বর্ণনায় রয়েছে, إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ 'রাসূল (ছাঃ) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও'।[২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ'ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সওয়ার হ'তেন সে গাধা তাকে সওয়ারীর জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দ্বীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। (এতো দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা'।[২৫]

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ" وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ-

আবু বুরদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চায় যে, তার কবরস্ত বাবার সাথে সদাচরণ করবে সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর বাবা ওমর তোমার বাবার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সে সম্পর্ক বহাল রাখতে পসন্দ করছি'।[২৬]

(ঝ) দান-ছাদাক্বাহ করা : পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দো'আ সর্বোত্তম হ'লেও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّى أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِىَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ –

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বাহ করলে তিনি এর ছওয়াব পাবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[২৭]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِى عَنْهَا–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর'।[২৮]

সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদাহ নবী (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। এরই মধ্যে সা'দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ'ল-আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কীসের অছিয়ত করব। ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা'দের। সা'দ ফিরে আসার পূর্বেই তিনি মারা গেলেন। সা'দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, উমুক উমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন'।[২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الَّذِي بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا–

---

২২. *বুখারী হা/৩৮১৮; মিশকাত হা/৬১৭৭।*
২৩. *বুখারী হা/৩৮১৬।*
২৪. *মুসলিম হা/২৪৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৭২২।*
২৫. *মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/১৯১৭।*
২৬. *ইবনু হিব্বান হা/৪৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৬।*
২৭. *বুখারী হা/ ১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।*
২৮. *আবুদাঊদ হা/২৮৮১।*
২৯. *নাসাঈ হা/৩৬৫০; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৪; ইবনু খুযায়মা হা/২৫০০; মু'জামুল কাবীর হা/৫৫২৩, সনদ ছহীহ।*

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বাহ করি, তাহ'লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বাহ করলাম'।[৩০]

মাতা-পিতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান :

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমাকে স্ত্রী ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوابِ الْجَنَّة، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا 'তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'।[৩২] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ'লে বিদ'আতী পিতা-মাতার নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। যা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ সবাই আল্লাহ্র রাসূল বা ওমর ফারূক নয়। সবার নিকট অহির আগমন বা ইলহামও হয়না। ইবনু আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ) পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: ابْرِرْ وَالِدَيْكَ 'আমি তোমাকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারছিনা আবার পিতা-মাতার অবাধ্যতা করারও আদেশ করছিনা। প্রশ্নকারী বললেন, তাহ'লে আমি এই নারীর ব্যাপারে কী করব? ইবনু আব্বাস বলেন, (স্ত্রী রেখেই) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর'।[৩৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল-

إِنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي قَالَ: لَا تُطَلِّقْهَا قَالَ: أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ حَتَّى يَكُونَ أَبُوكَ مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-

আমার পিতা আমাকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। (আমি কি করব?) তিনি বললেন, তুমি তালাক দিও না। বর্ণনাকারী বলল, ওমর (রাঃ) কি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেননি। তিনি বললেন, তোমার বাবা কি ওমরের মত হয়েছেন'।[৩৪] শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে মায়ের কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا 'তার জন্য স্ত্রীকে তালাক্ব দেওয়া হালাল হবে না। বরং তার জন্য আবশ্যক হ'ল মায়ের সাথে সদাচরণ করা। আর স্ত্রীকে তালাক্ব দেওয়া সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৫] প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল-জনৈক মা তার সন্তানকে স্ত্রী তালাক্ব দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন সে কী করবে? তিনি বললেন, لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ 'তালাক্ব দেওয়া মায়ের সাথে সদাচরণেন কোন অংশ নয়'।[৩৬] মুছতফা বিন সা'দ রুহায়বানী বলেন, وَلَا تَجِبُ عَلَى ابْنٍ طَاعَةُ أَبَوَيْهِ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ 'স্ত্রী তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য আবশ্যক নয়। কারণ এটি সদাচরণের অংশ নয়'।[৩৭]

তবে পিতা-মাতা শরী'আত সম্মত কোন কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে তালাক দিতে হবে। যেমন ওমর (রাঃ) তার ছেলে আব্দুল্লাহকে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে শারঈ কারণ ছিল'।[৩৮] ইবরাহীম (আঃ) তার ছেলে ইসমাঈল (আঃ) কে স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। সেখানেও শারঈ কারণ ছিল'।[৩৯] অতএব স্পষ্ট শারঈ কারণ ছাড়া পিতা-মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে না। *(ক্রমশঃ)*

---

৩০. বুখারী হা/২৭৫৬,২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০।
৩১. শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।
৩২. হাকেম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৬; ছহীহাহ হা/৯১৯।
৩৩. ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯০৫৯, ১৯০৬০; হাকেম হা/২৭৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৮৬, ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ।
৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ১/৪৪৭।
৩৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/১১২।
৩৬. মারুযী, আল-বিররু ওয়াছ ছিলাতু ৫৬ পৃঃ।
৩৭. মুতালিব উলিল নুহা ফী শারহি গায়াতিল মুনতাহা ৫/৩২০।
৩৮. হাকেম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৬; ছহীহাহ হা/৯১৯।
৩৯. বুখারী হা/৩৩৬৪।

Contents

শিরক ও এর ভয়াবহ পরিণতি

-মোসাঃ মানোয়ারা বিনতে মঈনুল ইসলাম

শিরক-এর পরিচয় : شرك শিরক শব্দের অর্থ : অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। ইংরেজীতে polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Associate, Partner ।

শিরক এর শাব্দিক বিশ্লেষণ :

شرك -এর আভিধানিক অর্থ অংশ। الشرك শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল হলো الاشراك শরীক করা। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ্র সত্ত্বা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা।

ইবনু মানযুর বলেছেন, 'আশ-শিরকাতু ওয়া 'আশ-শারকাতু' الشركة و الشركة দু'টি শব্দ। যার অর্থ হ'ল, দু'শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন, ইশতারাকনা (إِشْتَرَكْنا)আমরা শরীক হ'লাম শব্দের অর্থ হ'ল, তাশারকনা (تَشَارَكْنا) আমরা পরস্পর শরীক হলাম। দু'জন শরীক হ'ল বা এক অপরের সাথে শরীক হ'ল। এর বহুবচন হ'ল ইশরাক ও শুরাকাউ (شركاء و إشرك)।[১]

আল মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে اشرك فى امره তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে; اشرك بالله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। আর তা করল সে মুশরিক হয়ে গেল'।[২]

শেখ যাকারিয়া বলেন, শিরক শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশবিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ অপর এক বা একাধিক জনের হবে'।[৩] যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'বল, তোমরা আমাকে সংবাদ দাও তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(কাহাফ ৪৬/৪)*।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে বলা যায় যে, শিরক শব্দটি মূলগতভাবেই মিশ্রণ ও মিলনের অর্থ প্রকাশ করে এবং এ মৌলিক অর্থটি এর সকল রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার অংশীদারিত্ব যেমন ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুসমূহের মধ্য হ'তে পারে তেননি তা কোন অর্থগত বা গুনগত বস্তুতেও হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

শিরকের সংজ্ঞা :

শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, الشرك هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله– 'শিরক হ'ল আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার মত তাকে ভালবাসা'।[৪]

শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ড. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তথা তাঁর জাত, গুণ, প্রভুত্বের সমকক্ষ স্থাপন করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদাত ও আনুগত্যে উপযুক্ত মনে করা শিরক।

শিরকের প্রকারভেদ : শিরক দুই প্রকার-

১. الشرك الاكبر –বড় শিরক

২. الشرك الاصغر- ছোট শিরক

الشرك الاكبر বা সবচেয়ে বড় শিরক :

বড় শিরক হ'ল আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ স্থির করে ইবাদতের কোন এক প্রকার আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে দো'আ করা, সিজদা করা, মানত করা, অন্যকে ডাকা, অন্যের নিকট সাহায্যে প্রার্থনা করা মৃত ব্যক্তি, জ্বিন কিংবা শয়তানের প্ররোচনাকে ভয় করা। যেমন, মূর্তি, জ্বিন এর নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা কবরের নিকট সন্তান চাওয়া, অলী-আওলিয়ার নিকট সাহায্য চাওয়া যাতে তারা আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে

---

১. ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, الشرك শব্দমূল ১৮০৫হিঃ; ১০/৪৪৮-৪৫০ পৃঃ।

২. অধ্যাপক আনতুখান, আল-মুনজিদ বৈরুত, দারুল মাশারিক, ২১ তম সংস্কার, ১৯৭২ খ্রিঃ পৃ:৩৮৪।

৩. ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী, শিরক কী ও কেন? সিলেট: এডুকেশন, ১ম প্রকাশ জুলাই ২০০৭ ইং, পৃ:২৯।

৪. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৩৯; মাসিক আল-বায়ান, সংখ্যা ৬৯, নভেম্বর ১৯৯৭।

Contents

দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ‘আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা কেবল এজন্যেই করি যেন এরা (সুফারিশের মাধ্যমে) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিবে’ *(যুমার ৩৯/৩)*।

الشرك الاكبر **বা বড় শিরক ৩ প্রকার :**

১.الشرك فى الربوية (আশ-শিরক ফির রুবূবিয়াহ)

২.الشرك فى الألوهية (আশ-শিরক ফিল উলূহিয়াহ)

৩. الشرك فى الاسماء و الصفات (আশ-শিরক ফিল আসমা ওয়াছ-ছিফাত)

الشرك فى الربووية (আশ শিরক ফির রুবূবিয়্যাহ) :

আল্লাহ তা‘আলার কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা বা অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। যেমন : আল্লাহ তা‘আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও গায়েবের খবর জানতেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ– ‘বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ’লে আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মাত্র’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৮)*।

الشرك فى الألوهية (আশ-শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ) :

ইবাদতে মহান আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম। ইবাদত হবে সম্পূর্ণ শিরক মুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ‘আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

الشرك فى الاسماء و الصفات **আশ-শিরক ফিল আসমা ওয়াছ ছিফাত :**

এই শিরক হ’ল আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্য কিছু বা তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা। যেমন : এ ধরণের কথা বলা যে, আল্লাহ্র পা আমাদের পায়ের মত বা তাঁর চেহারা আমাদের চেহারার মত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে غوث الاعظم বা غوث ‘গাউসুল আযম’ বা ত্রাণকর্তা বলা ইত্যাদি।

শিরক প্রধানত ৪ প্রকার :

الشرك الدعاء **দো‘আ বা প্রার্থনায় শিরক :**

আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যদের দেব-দেবীকে আহ্বান করা, তার নিকটে প্রার্থনা করা। মাযার বা পীরের নিকট কিছু চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ– (মুশরিকদের চরিত্র এই যে,) যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন (তারা ভয়ে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে এনে ভিড়িয়ে দেন (এবং ভয় কেটে যায়,) তখন তারা (পুনরায়) শিরকে লিপ্ত হয়’ *(আনকাবূত ২৯/৬৫)*।

الشرك النية و العبادة و القصد নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শিরক :

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উপাসনা বা ধর্মীয় কাজকর্ম, সংকল্পের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং দেব-দেবী, জ্বিন বা অন্য কিছু অর্থাৎ গাইরুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সৎ আমল সম্পাদন করা যেমন পীর আওলিয়ার উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করা এই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

الشرك الطاعة **আনুগত্যে শিরক :**

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার হারামকৃত বস্তুকে হালাল এবং হালালকৃত বস্তুকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা, পীর আওলিয়া, কর্তৃপক্ষ বা নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করা (আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের বিরুদ্ধে)। মহান আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র’ *(তাওবাহ ৯/৩১)*।

الشرك المحبة ভালবাসায় শিরক :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ

يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ 'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালবাসা পোষণ করে থাকে। আর যালেমরা (মুশরিকরা)। যদি জানত যখন তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (তাহ'লে তারা শিরকের ক্ষতিকারিতা ব্যাখ্যা করে দিত)' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

২. ছোট শিরক :

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়ে অর্থাৎ আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, সেইরূপ কথা ও কাজকে ছোট শিরক বলা হয়। যেমন সৃষ্টির ব্যাপারে এমনভাবে সীমালংঘন করা যা ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ছোট শিরক মানুষক মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে না তবে তাওহীদের ঘাটতি করে। আর ছোট শিরক বড় শিরকের একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ 'আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হচ্ছে শিরকে আছগার বা ছোট শিরক। তাঁকে শিরকে আছগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, রিয়া বা লৌকিকতা'।[৫]

রিয়া সম্পর্কে মানুষ অসচেতন এবং আল্লাহ তা'আলা এটি ক্ষমা করেন না, তাই মহানবী (ছাঃ) এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।

রিয়া দু'প্রকার : (ক) মুনাফিকদের রিয়া (খ) তাওহীদপন্থী মুসলমানদের রিয়া। মুনাফিকদের রিয়া যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে থাকে কুফুরী। মহান আল্লাহ বলেন, يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا 'তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। তাওহীদপন্থী মুসলমানদের রিয়া যারা খুব সুন্দর করে ছালাত আদায় করে যাতে মানুষ তা দেখে প্রশংসা করা। এটি ছোট শিরক।

ছোট শিরক দু'প্রকার :

প্রকাশমান ছোট শিরক :

কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কথার মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শিরক। যেমন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لاَ وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيظِ সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু উমর (রাঃ) একজন লোককে বলতে শুনলেন, কা'বার শপথ! ইবনু উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে যেন কুফরী অথবা শিরক করল'।[৬]

মহান আল্লাহ বলেন, يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا 'ওরা বলে, যদি আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকত, তাহ'লে এখানে আমরা নিহত হতাম না' *(আলে ইমরান ৩/১৫৪)*। তিনি আরো বলেন, الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا 'যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলছিল, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তাহ'লে নিহত হ'ত না' *(আলে ইমরান ৩/১৬৮)*। তারা (মুনাফিক) বলে, যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথা রাখা হ'ত তবে আমরা এখানে নিহত হ'তাম না। যদি শব্দটি যখন অতীতের জন্য ব্যবহার করা হবে তখন তা না জায়েয ও হারাম হবে। কেননা আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যদি শব্দে বাক্যে প্রয়োগ করা মুনাফিকদের আলামত তাই ব্যবহার করা হারাম। যদির ব্যবহার অন্তরকে দুর্বল ও অপারগ করে দেয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য যদি ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার রহমত ও কল্যাণের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হ'লে তখন তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয় তা নাজায়েয। কেননা এতে তাক্বদীরের প্রতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পায়।

ছোট শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়

ছোট শিরক (রিয়া) থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে আমল করার সময় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা। ছোট শিরক (রিয়া) প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই শিরক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর কেননা উহা পিপিলীকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সূক্ষ্ম। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি? অথচ উহা পিপিলীকার চলার শব্দের চেয়েও

৫. আহমাদ হা/২৩৬৮০; মিশকাত হা/৫৩৩৪।

৬.তিরমিযী হা/১৫৩৫।

গোপন ও সূক্ষ্ম? তিনি বললেন, তোমরা এই দো'আ পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ– 'হে আল্লাহ! জেনে শুনে কোন কিছুকে শরীক করা হ'তে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এবং না জেনে শিরক হয়ে গেলে তা থেকে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি'।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুলক্ষণের কারণে যে ব্যক্তি নিজের কাজ থেকে ফিরে গেছে সে শিরক করেছে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, এরূপ হয়ে গেলে তার কাফফারা কি?

রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা হ'ল এই দো'আ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ 'হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই। আর তোমার পক্ষ থেকেই অকল্যাণ হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নেই। আর তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই'।[৮]

গোপন শিরক :

শিরকে খফী এমন একটি সূক্ষ্ম শিরক যা নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যে সাথে হয়ে থাকে। যেমন (الرياء و السمعة) মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে বা নিয়তে এবং মানুষের প্রশংসা শোনানোর জন্য নেক আমল করা।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. قَالَ قُلْنَا بَلَى. فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ 'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ; তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শিরক [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এজন্যই তার ছালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার ছালাত দেখছে বলে সে মনে করে'।[৯]

রিয়া দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকেও মারাত্মক। তার কারণ দাজ্জালের ফিৎনার বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রিয়া মানুষের মনকে অব্যক্ত করে যা সংরক্ষণ অতীব কঠিন। আর তা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে মানুষের দিকে ধাবিত করে। ফলে নবী করীম (ছাঃ) এটাকে দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকে বেশী ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/২২)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنْدَادًا হচ্ছে শিরক যা অন্ধকার রাতে নির্মল কালো পাথরের উপর পিপীলিকার পদাচরণার চেয়েও সূক্ষ্ম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, কেউ যদি বলে, আল্লাহ এবং অমুক যদি না থাকত এরূপ কথা শিরক কেননা واو যার অর্থ এবং যা অংশীদারিত্ব ও বিলম্বহীনতার অর্থ বহন করে। পক্ষান্তরে ثم যার অর্থ অতঃপর বিলম্বের অর্থ প্রকাশ করে। ফলে যদি আল্লাহ না থাকতেন অতঃপর অমুক না থাকত বলা বৈধ হবে। কিন্তু واو দিয়ে বাক্যটি শিরকে আছগার হবে।

শিরকের পরিণতি :

শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ : মহান আল্লাহ বলেন, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোক্বমান ৩১/১৩)*। عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ 'আব্দুর রহমান তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম; অবশ্যই সতর্ক করবেন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একথা তিনি দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না'।[১০]

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

৭. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব আলবানী হা/৩৬।*
৮. *ছহীহুল জামে' হা/৬২৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৫।*
৯. *আহমাদ হা/১১২৭০; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪।*
১০. *বুখারী হা/৫৯৭২; মুসলিম হা/২৬৯; মিশকাত হা/৫০।*

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল’ *(নিসা ৪/৪৮)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এটা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, সে ব্যক্তি দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ’ল’ *(নিসা ৪/১১৬)*। শিরক করে মারা গেলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তাই কেউ যদি এই পাপ করে ফেলে তাকে সাথে সাথে তাওবাহ কর ফিরে আসতে হবে। عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ‘আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বরকতময় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশী স্থাপন না করে থাক, তাহ’লে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব’।[১১]

যাবতীয় সৎ আমল বাতিল :

মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘এটাই আল্লাহ্র হেদায়াত। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এ পথে পরিচালিত করেন। তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ’লে তাদের সব কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত *(আন‘আম ৭/৮৮)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‘অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি (তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ’লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

জান্নাত হারাম :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’ *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়:

শিরক না করলে জান্নাত আর করলে জাহান্নাম। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু’টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত বিষয় কি? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[১২]

কাফির মুশরিকরা কখনই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে না :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে, তার উক্ত কথার কোন প্রমাণ নেই। তার হিসাব (বদলা) তো তার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হয় না’ *(মুমিনুন ২৩/১১৭)*।

শিরককারীর জন্য রাসূল (ছাঃ) শাফা‘আত করবেন না :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

১১. *তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬, সনদ ছহীহ।*

১২. *মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/৩৮।*

(ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার সামনে আসলেন এবং ২টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন। (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে। আমি সুপারিশ করাকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তির জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে'।[১৩]

শিরক মহা পাপ। তওবা ব্যতীত কখনো এ পাপ ক্ষমা হয় না। তবে অন্য পাপ করে তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। অথবা জাহান্নামে দিয়ে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর কালিমার বদৌলতে এক সময় জান্নাতে পাঠাবেন।

শিরকের উপরোক্ত ভয়াবহ অবস্থার কারণেই রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিয়েছেন। عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ 'তুমি কোনকিছুকে আল্লাহ্র সাথ শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়'।[১৪]

সতর্কবাণী :

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে ছোট-বড় কোন ধরণের শিরক না হয় সে ব্যাপারে তীব্র সচেতন থাকতে হবে। তাওহীদ বা আল্লাহ্র অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও অনেক বেশী সচেতন থাকতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা হিসাবে বান্দা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তেমনি আইন ও বিধানদাতা হিসাবেও বিশ্বাস রাখবে। নিজের কিংবা কর্তৃপক্ষ কিংবা আলেম-ওলামা বা নেতৃবৃন্দের খেয়াল-খুশী মোতাবেক কোন বিধান রচনা করবে না যা প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

মনোনীত চূড়ান্ত জীবন বিধান ইসলামকে বাদ দিয়ে ইহূদী-নাছারাদের তৈরী গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতি শিরকী মতবাদকে সমর্থন করা যাবে না। অন্যথা তাওহীদে রুবুবিয়্যার মাঝে শিরক বাসা বাঁধবে।

একইভাবে মাথা নত করা, সাহায্য চাওয়া, প্রার্থনা করা, দান করা, যবেহ করা ও মানত করা যাবতীয় ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারণ করতে হবে।

প্রতিকৃতি, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানানো, সংসদে নীরবতা পালন করা, পতাকাকে সালাম দেওয়া, কুর্ণিশ করা, ভাষা দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিবসকে শ্রদ্ধা জানানো ও পূজা করা যাবে না।

খানকা, মাযার, কবর, গাছ, পাথর, মৃত পীর, আওলিয়া কিংবা কোন সন্ন্যাসী বা দুনিয়াবিরাগী, পন্ডিত ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ বা পূজা করা যাবে না। কারণ এসবের মাধ্যমে তাওহীদে উলুহিয়্যার মাঝে শিরক প্রবেশ করে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার নাম গুণাবলীর সাথে অন্য কোন কিছুকে তুলনা করলে তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতের সাথে শরীক করা হবে।

সুতরাং আমাদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে নির্ভেজাল শিরক মুক্ত তাওহীদের অনুগত্য করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

১৩. তিরমিযী হা/২৪৪১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১৭; মিশকাত হা/৫৬০০।
১৪. আহমাদ হা/২১১২৮; উরওয়াউল গালীল হা/২০২৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৬১।

প্রশিক্ষণের মাস : রামাযান

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা : রামাযান প্রশিক্ষণের মাস। কালজয়ী ইসলাম জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রশিক্ষণ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। রামাযান মাসে ছিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে একজন মুসলমান তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে তা বাকি এগার মাস ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনে কাজে লাগায়। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করা হ'ল।

রামাযান মাসের তাৎপর্য :

রামাযান মাস হ'ল ইবাদতের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন, আল্লাহ্র রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ। মানব জীবনে দু'টি ধারা প্রবাহিত হয় **এক.** সুপ্রবৃত্তি **দুই.** কুপ্রবৃত্তি। আমাদের সমাজ জীবনে সম্প্রীতি-মৈত্রী, ঐক্য-সংহতি, নৈতিক সংস্কৃতি দৃঢ়করণের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সুপ্রবৃত্তি। অপরদিকে আমাদের সুষ্ঠু সুশীল সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনৈক্য-সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনৈতিক সংস্কৃতি তথা পাপের পথে আহ্বান করে কুপ্রবৃত্তি। আর কুপ্রবৃত্তি ভস্মিভূত করার জন্যই এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহ্ রামাযানের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মুসলমান এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রামাযান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ- 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না'[১]।

রামাযানে বান্দার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং তাঁর বান্দাকে কুমন্ত্রণা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ- 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্যত্র এসেছে, রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হয়'।[২] তিনি আরও বলেন, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ- 'যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে'।[৩]

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব: রামাযান হ'ল সকল মুসলিম উম্মাহ্র জন্য প্রশিক্ষণ স্বরূপ। এক মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে বাকি এগার মাস ইসলামী শারঈ বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়। এ মাসে ছালাত, ছিয়ামসহ সকল ইবাদতের মধ্য দিয়ে তাক্বওয়া অর্জিত হয়। আর এই তাক্বওয়ার তীক্ষ্ণ ঈমান নিয়ে একজন মুসলিম তার জীবন সুগঠিতভাবে পরিচালিত করে। যেমন একটি ছুরি সর্বোচ্চ যত্ন করেও রেখে দিলে এগারো মাসে তা অবশ্যই মরিচা ধরে যাবে, যার ফলে সেই ছুরি তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলবে। একজন মুসলিমের ঈমানের প্রখরতা ধরে রাখার পূর্ব শর্ত হ'ল তাক্বওয়া অর্জন করা। আর তা অর্জিত হয় এই রামাযানে। একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, রামাযানের ছিয়াম তার মধ্যে সেই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে।

পৃথিবীতে যত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে, প্রত্যেকেরই রয়েছে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ। কেননা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে তার নিজ দায়িত্ব পালনে সহজতর করতে সহযোগিতা করা হয়। একজন সৈনিক যখন সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করে, তখন তাকে তার নিজ দায়িত্বে সচেষ্ট, কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও একাগ্রচিত্তে সহজভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য

১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭ 'ছালাত' অধ্যায়।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছওম' অধ্যায়।*

৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, শু'আবুল ঈমান হা/৩৫৯৮; মিশকাত হা/১৯৬০।*

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আবার যে কোন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি হাতে-কলমে ব্যবহারিক বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। মোদ্দা কথা প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন দায়িত্বে কর্মরত থেকে সফল হওয়া অসম্ভব। সুতরাং মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য প্রতি বছর এই রামাযান মাসে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

একজন মুসলিম কিভাবে মহান আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হবে? কি ভাবে কখন কেমন করে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত আদায় করতে হবে? সকল বিষয়ের উপর এই রামাযান মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে যেমন এই মাসের প্রতি যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাসে সে তেমনি সফল হবে ইনশা-আল্লাহ। এই প্রশিক্ষণের ধরন হ'ল আত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। রামাযান মাসের ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো অতিশয় প্রভাব বিস্তার করে। বাদশা-ফকির, আমীর-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সকলের সুখ-দুঃখের মিলন মেলা এই রামাযান মাস।

১. তাক্বওয়া অর্জন ও ইবাদতের মাধ্যমে তা সুদৃঢ় করণ : মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সার্বিক তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন, বাহ্যিকভাবে প্রতিফলন ঘটে। রামাযানের ছিয়াম পালন প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সাধনা। তাক্বওয়া লাভের জন্য ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্বওয়া। রামাযান মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়ার অনুশীলন বেশী হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। অবশ্যই তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পারবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। তাছাড়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করার মাধ্যমেই বান্দা তার কাঙ্খিত পুরস্কার লাভ করতে পারে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةَ عَامٍ 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে একশত বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন'।[৪]

মহান আল্লাহ্র যাবতীয় আদেশ বিষয় সমূহ যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জন সম্ভব। আর এ মাসে সকল মুসলমান তা যথাযথ পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আর এই তাক্বওয়ার খুঁটি সুদৃঢ়ভাবে মজবুত রাখার জন্য প্রয়োজন ইবাদত। শিরক মুক্ত খালেছ নিয়তে সকল ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করেছেন, একজন ছায়েমের জন্য সে সমস্ত ইবাদত পালন করা আবশ্যক। আর ঈমান আনয়নের পরে যেসমস্ত ইবাদত ফরয তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ছালাত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। যার ছালাত ঠিক হবে তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে'।[৫] এ মাসে ছালাতের রুকন, শর্তাবলী ও ওয়াজিব সহ সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছায়েম বাকি এগার মাস তা সেই মোতাবেক পালন করে। মহান আল্লাহ যুদ্ধরত অবস্থায় ও ভীতির সময়ও জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (নিসা ৪/১০২)। জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব বহুগুণ হয়। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী'।[৬] অন্যদিকে জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ- 'এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহ'লে তারা এ দুই ছালাতের জামা'আতে হাযির হ'ত হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও। আমার ইচ্ছা হয় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই'।[৭] এছাড়াও এ মাসে ক্বিয়াম করা তথা তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের মাধ্যমে পরবর্তী এগার মাসের তাহাজ্জুদের ছালাত

৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫।

৫. তাবারানী, আল-আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

৬. নাসাঈ হা/৮৩৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৬।

৭. বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/৬৫১/১৫২ (১৩৮২ 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

আদায়ের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। রামাযান মাসের চাঁদ দেখার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদত পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাবীহর ছালাত। প্রত্যেক ছায়েমের জন্য তারাবীহর ছালাত আদায় করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তারাবীহর ছালাত আদায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রামাযান মাসে ক্বিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে) তার পূর্বেকার পাপ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে'।[৮]

২. কুরআন-সুন্নাহ্র আনুগত্য ও মর্যাদা রক্ষা করার শপথ : একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ছহীহ সুন্নাহ পঠন করে মর্মার্থ অনুধাবন করে তা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় থাকে। বিশেষ করে রামাযান মাসে কুরআন নাযিলের জন্যই এত মহিমান্বিত। রামাযান মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার জন্যই এই মাসের তাৎপর্য এত বেশী। এ মাসের গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 'রামাযান মাসই হ'ল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের ছিয়াম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরূন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাকারাহ-২/১৮৫)*।

৩. মুমিনের গুণাবলী অর্জন ও প্রতিপালনের শিক্ষাগ্রহণ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে মুমিনের ১৬টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কুরআনে ১০টি মুমিনের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত মুমিন হ'তে গেলে যে দু'টি গুণাবলী অপরিহার্য সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ- 'প্রকৃত মুমিন তারাই, ১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং ২. তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তারাই হ'ল সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*। আর সফলকাম মুমিন হ'তে গেলে নিচের গুণাবলীগুলি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকতে হবে এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ- 'সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন' ৩. 'যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী' ৪. 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে' ৫. 'যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে' ৬. 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' ৭. 'নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী' ৮. 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে' ৯. 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে'। 'তারাই হ'ল উত্তরাধিকারী'। 'যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(মুমিনূন ২৩/১-১১)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে

৮. বুখারী হা/৩৫; মুসলিম হা/৭৬০।

দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৯] وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَـوْنِ أَخِيـهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[১০] (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১১]

ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[১২] (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ'ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা।[১৩] (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে।[১৪] এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হ'ল সে হারামে পতিত হ'ল'।[১৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَـاتٌ + + لَيْسَ يَعْنِيكَ، وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّةْ + أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةْ 'আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ'ল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সংকল্পের সাথে কাজ কর'।[১৬]

৪. পাপের পথ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা : ছায়েমের জন্য আবশ্যক হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা ও কর্মের মধ্যে যেসব বিষয় হারাম করেছেন তা পরিত্যাগের মাধ্যমে পাপমুক্ত করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। তন্মধ্যে মিথ্যা বলা, গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গীবত করা, গান বাজনা শোনা, চোগলখোরী করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি পাপ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আর তা একজন ছায়েম এই রামাযান মাসে ওগুলো থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মিথ্যা হ'ল সবচেয়ে বড় মহাপাপ। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা জঘন্যতম পাপ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ- 'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নাহল ১৬/১১৬-১৭)*।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল'।[১৭] তিনি আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا 'তোমরা মিথ্যাচার পরিহার কর। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহ্র নিকটে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়'।[১৮] আর একজন ছায়েমের জন্য মিথ্যা ও ঝগড়া বিবাদ পরিহার করতে হবে নচেৎ তার ছিয়াম সঠিক হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো ছিয়ামের দিন হবে সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালিগালাজ করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম'।[১৯] রামাযান মাসে মিথ্যাচার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার করতে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[২০] হযরত আলী (রাঃ) বলেন, إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو. 'খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম'।[২১]

---

৯. বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।
১০. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।
১১. তিরমিযী হা/১৯২০; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩।
১২. বুখারী হা/৬৯৫৩।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।
১৪. বুখারী হা/১৩।
১৫. বুখারী হা/৫২ (দ্রঃ ভূমিকা), আওনুল মা'বূদ শারহ সুনানে আবুদাঊদ।
১৬. মিরক্বাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ; দরসে কুরআন : মুমিনের গুণাবলী, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, ১৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩
১৭. বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪ 'মিথ্যা হ'তে সতর্কতা' অনুচ্ছেদ।
১৮. মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); আবুদাঊদ হা/৪৯৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৯৩।
১৯. মুসলিম, হা/৩০৩; তিরমিযী হা/৯৮১; মিশকাত হা/৪৮২৩।
২০. বুখারী হা/২১১; নাসাঈ হা/২০৪২; আবুদাঊদ হা/১৯।
২১. শু'আবুল ঈমান ৩/৩১৭, হা/৩৬৪৮।

৫. ক্ষমা ও জাহান্নাম হারাম :

মুসলমান হ'ল আত্মসমর্পনকারী জাতি। এ জাতি মহান আল্লাহ্‌র নিকটে জান-মালসহ যাবতীয় কিছু সপে দেয়। একজন মুসলমান সর্বদা সচেষ্ট তার গুণাহসমূহ থেকে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা পেতে। আর কোন ব্যক্তি যদি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে তবে তার পিছনের সকল ছোট ছোট গুণাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামযান মাসে ছিয়াম পালন করলো, তার পূর্বের ছগীরা গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হ'ল'।[২২] যে সকল আমলের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়, ছিয়াম তন্মধ্যে সর্বোত্তম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, অল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন'।[২৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হ'তে জাহান্নামকে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন'।[২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন, যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান'।[২৫] ছিয়াম বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ 'ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ'।[২৬]

৬. নির্দিষ্ট জান্নাত ও দু'টি খুশীর মূহুর্ত :

ছিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ- 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না'।[২৭]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ– وزاد وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا- 'জান্নাতে এমন একটি দরজা রয়েছে, যাকে 'রাইয়্যান' বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, ঐ দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না'।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২৯]

৭. লাইলাতুল ক্বদরে কল্যাণ প্রাপ্ত :

ক্বদরের রাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে। তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি? ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/১-৫)*।

ছিয়াম পালন করলে মানুষের কৃত গোনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লাইলাতুল ক্বদরের রাতেও ক্ষমার সৌভাগ্য অর্জন করে। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ

---

২২. ছহীহ তারগীব হা/৯৮২, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।
২৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।*
২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭,২৫৬৫।*
২৫. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৮।*
২৬. *আত-তারগীব হা/১৩৮২।*

২৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭।*
২৮. *আত-তারগীব হা/১৩৮০।*
২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*

رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়'।[৩০] إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ. 'রামযান মাস শুরু হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হ'ল সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হ'ল। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়'।[৩১]

শুধু লাইলাতুল ক্বদরের রাতে নয়, প্রত্যেক রাতেই মহান আল্লাহ নিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং অনেক বান্দাকে ক্ষমা করেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। আছ কি কেউ সাহায্য প্রার্থনাকারী, আমি তাকে তা দিব। আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৩২]

৮. ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করণ: রামাযান আগমন করে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একে অপরের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যাই এবং অভাবী দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় ও তাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। এ মাসে ধনী ব্যক্তি অনুভব করে গরীবের অভুক্ত থাকার কেমন জ্বালা। তাই সকল মুসলমান এই রামাযান মাসে যথাসাধ্য দান-খয়রাত করা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। কেননা এ মাসে দান করলে অন্য মাসের চেয়ে সত্তর গুণ ছওয়াব বেশী হয়। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা।

The Cultural History of Islam গ্রন্থে রয়েছে "The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellent teaching for building a good moral character. 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা'।[৩৩] মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন ও তা হ'তে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হ'তে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের যাঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী' *(নিসা ৪/১)*। সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা একে অপরের ভাই ভাই এবং এই ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের সামনে আগমন করে রামাযান মাস। এই মাসে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে। কোন ভাই বিবাদে লিপ্ত হ'তে চাইলে বলতে হবে আমি ছায়েম। এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ 'নিশ্চয় আমি ছায়েম, নিশ্চয় আমি ছায়েম'।[৩৪]

শেষ কথা : সাধারণতঃ মানুষের পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব রয়েছে পশুত্ব ও মানবিক। যা দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্বের প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশী প্রাধান্য পেলে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়। রামাযানে এক মাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান, সৎ ও ধার্মিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। তাই আসুন! আমরা পবিত্র রামাযান মাসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং তদানুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফিক্ব দান করুন।- আমীন!

[লেখক : যশপুর,তানোর, রাজশাহী]

---

৩০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।
৩১. হাসান ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৯৮৯, ৯৯০।
৩২. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
৩৩. মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য- ড. মুহাম্মাদ আলী, আত-তাহরীক (১৩তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট-২০১০)।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম রায়হানুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

১৪. বিবাদমান মানুষের মাঝে মীমাংসা করা :

একজন আদর্শ মানুষ কখনো কারো সাথে অন্যায় ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না; বরং তার কর্তব্য হবে কোন মানুষ যদি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় তাহ'লে সে তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অর্থাৎ মুমিনরা সবাই পরস্পর দ্বীনী ভাই।

ছহীহ হাদীছে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে'।[১] তিনি আরো বলেন, যখন কোন মুসলমান তার (মুসলমান) ভাই-এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করতে থাকে; তখন ফেরেশতা তার দো'আয় আমীন বলে থাকেন এবং বলেন আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন।

অতএব আমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিতে হবে। আর সমস্ত কাজ কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। আর যার মধ্যে এমন গুণ বা বিশেষণ থাকবে কারণে তার উপর আল্লাহ্র দয়া ও করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় কর চলে তাদের সাথেই আল্লাহ্র রহমত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও' *(আনফাল ৮/১)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন, أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 'এর অর্থ হচ্ছে তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং গালিগালাজও করো না।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমরা দেখলাম, নবী করীম (ছাঃ) মুচকি হাসছেন। এদেখে হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, আমার উম্মতের দু'জন লোক জানুর উপর ভর করে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন বলছে, হে আমার প্রভু! এ লোকটি আমার উপর অত্যাচার করেছে। আমি এর প্রতিশোধ চাই। তখন আল্লাহ বলবেন, এ লোকটিকে অত্যাচারের বদলা দিয়ে দাও। অত্যাচারী উত্তরে বলবে, হে আমার প্রভু! এখন আমার কোন পুণ্য অবশিষ্ট নেই যে, আমি একে অত্যাচারের বিনিময়ে প্রদান করতে পারি। তখন ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমার পাপের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিন। এ কথা বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, ওটা বড়ই কঠিন দিন হবে। লোক এর প্রয়োজন বোধ করবে যে, সে তার পাপের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়। তখন আল্লাহ পাক প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলবেন, তুমি মাথা উঠিয়ে জান্নাতের দিকে লক্ষ কর। সে তখন মাথা উঠিয়ে জান্নাতের দিকে তাকাবে এবং আরয করবে, হে আমার প্রভু! এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মুক্তার তৈরী অট্টালিকা রয়েছে। হে আল্লাহ! এ অট্টলিকা কোন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদদের? আল্লাহ উত্তরে বলবেন, যে কেউ এর মূল্য আদায় করবে তাকেই এটা দিয়ে দেওয়া হবে। সে বলবে, হে আমার প্রভু! কে এর মূল্য আদায় করতে সক্ষম হবে? আল্লাহ বলবেন, এর মূল্য তুমি আদায় করতে পার। সে বলবে, হে আল্লাহ! কিভাবে আমি এর মূল্য পরিশোধ করতে পারি? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এটা এইভাবে যে, তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দিবে। সে বলবে, হে আমার প্রভু! ঠিক আছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, এখন তোমারা উভয়ে একে অপরের হাত ধর জান্নাতে প্রবেশ কর।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও মিল প্রতিষ্ঠিত কর। কেননা আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন'।[২]

বিবাদমান মানুষের মাঝে মিমাংসা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ،

১. *মুসলিম হা/২৬৯৯; আবু দাঊদ হা/৪৯৪৮; ইবনু মাজহ হা/২১৫; তিরমিযী হা/১৪২৫; মিশকাত হা/২০৪।*

২. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৯/৫০২পৃ.।*

وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন যাতে সূর্যদয় হয় এমন প্রতিদিন মানুষের মধ্যে সুবিচার করা ছাদাক্বাহ। মানুষের মাঝে মীমাংসা করাটাই ছাদাক্বাহ। কোন মানুষকে তার বাহনের উপর উঠতে সাহায্য করা বা তার উপর তার মাল-সামান উঠিয়ে সাহায্য করাও ছাদাক্বাহ। ভাল কথা বলা ছাদাক্বাহ। ছালাতের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বাহ। রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করাও হচ্ছে ছাদাক্বাহ'।[৩]

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا উম্মে কুলছূম বিনতে উকবা বিন মু'ইত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বানিয়ে ভাল কথা পৌঁছিয়ে দেয় অথবা ভাল কথা বলে'।[৪] মুসলিমে অপর বর্ধিত বর্ণনায় এসেছে, وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِى شَىْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। ১. যুদ্ধের ব্যাপারে। ২. লোকদের মাঝে মীমাংসা করার সময়। ৩. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আলাপ-আলোচনায়।

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِى شَىْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّى عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ. قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজার নিকট দু'জন বিবাদকারীর উচ্চ আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু ঋণ কমাবার ও নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর ঋণদাতা বলছিল, আল্লাহ্র কসম আমি এটা করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহ্র উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে ভাল কাজ করবে না? সে বলল, আমি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এখন সে যা পসন্দ করবে, আমি তাতেই রাযী'।[৫]

১৫. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা :

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে মানুষের অন্যতম গুণাবলী হবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলা। তাদের হক যথাযথ আদায় করা। কেননা যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মহান আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও' *(নিসা ৩/১)*। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা বলেছেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বুঝানো হয়েছে। কালাম পাকে ارحام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা মূলত বহুবচন। একবচন হ'ল رحم এর অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। জন্ম সূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক এ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সু-ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোনই মূল্য নেই'।[৬] মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং ভয় করে তাদের পালনকর্তাকে ও ভয় করে কঠিন হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*। আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী মুমিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র লোকদের দান করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তারা আল্লাহ্র নির্দেশ ক্রমেই এগুলি করে থাকেন। তারা তাদের প্রতিপ্রালককে ভয় কর সৎ কাজ করেন এবং অসৎ কাজ হ'তে বিরত থাকেন। তারা আখিরাতের কঠোর হিসাবকে ভয় করেন। এজন্যই তারা মন্দ কাজ হ'তে

৩. বুখারী হা/২৭০৭; মুসলিম হা/১০০৯; আহমাদ হা/২৭৪০০, ৮১৬৪; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৪. বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।
৫. বুখারী হা/২৭০৫; মুসলিম হা/১৫৫৭।
৬. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন ২২৮পৃ.।

বেঁচে থাকেন। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মধ্যম পথকে কখনোই পরিত্যাগ করেন না'।[৭]

আত্মীয়তার বন্ধনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ. قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ فَذَاكِ لَكِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি নিঃশেষ করার পর রক্ত সম্পর্ক দাঁড়িয়ে পরম করুনাময়ের কাপড় টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামে, সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি হ'তে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বললেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব না। এতে কি তুমি খুশী নাও? সে বলল, নিশ্চয় হে আমার প্রভু! তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হ'ল'।[৯]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে তার রূযী প্রশস্ত হোক এবং হায়াত বৃদ্ধি হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে'।[১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথ সদ্ব্যবহার করি আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে। তিনি (ছাঃ) বললেন, তুমি যেরূপ বললে, যদি তাই হয়, তাহ'লে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা গুনাহগার হয়) এবং তোমার সাথে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে'।[১১]

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে বজায় রাখে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হ'ল সেই ব্যক্তি কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তার কায়েম করে'।[১২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রক্ত সম্পর্ক আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে যে আমাকে অক্ষুন্ন রাখবে আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে অক্ষুন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন'।[১৩]

---

৭. তাফসীল ইবনু কাছীর ১২/২৯৫ পৃ.।

৮. বুখারী হা/৬০১৮; মুসলিম হা/৪৭ তিরমিযী হা/২৫০০; আহমাদ হা/৮৯৪৯;মিশকাত হা/৪২৪৩।

৯. বুখারী হা/৪৮৩০; মুসলিম হা/২৫৫৪; আহমাদ হা/৭৮৭২, ৮১৬৭; মিশকাত হা/৪৯১৭।

১০. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; আদাবুল মুফরাদ হা/১৬৯৩; আহমাদ হা/১৩৬১০।

১১. মুসলিম হা/২৫৫৮; আহমাদ হা/৭৯৭৯,৯৩৩২; মিশকাত হা/৪৯২৪।

১২. বুখারী হা/৫৯৯১; তিরমিযী হা/১৯০৮; আহমাদ হা/৬৭৮৫; মিশকাত হা/৪৯২৩।

১৩. বুখারী হা/৫৯৮৯; মুসলিম হা/২৫৫৫; আহমাদ হা/২৪৩৮১; মিশকাত হা/৪৯২১।

Contents

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. সালমান ইবনু আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মিসকীনকে ছাদাক্বাহ করলে ছাদাক্বাহ করার ছওয়াব হয় আর আত্মীয়কে ছাদাক্বাহ করলে দু'টি ছাওয়াব হয়। ছাদাক্বাহ করার ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার'।[14]

১৬. অল্পে তুষ্ট হওয়া :

অল্পে তুষ্ট হওয়া এমন একটি মহৎগুণ যা একজন আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। আর এগুণ ছিল বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে। তিনি এতটাই অল্পে তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর ঘরে দু'বেলার খাবারও থাকত না। অধিকাংশ সময় তিনি অনাহারে থাকতেন। অথচ তিনি বিশ্ব নবী। তাহ'লে তাঁর অনুসারী হিসাবে আমাদের অবশ্যই এই গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে। যদি আমরা তাঁর আদর্শে আদর্শবান হ'তে চাই। অবশ্যই আমাদেরকে যাবতীয় বিলাসিতা পরিহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলন, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ- وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ 'অতঃপর ক্বারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হ'ল। তখন যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, হায় ক্বারূন যা পেয়েছে আমাদেরকে যদি অনুরূপ দেওয়া হ'ত? সত্যিই মহা ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া পুরস্কারই সর্বোত্তম বস্তু। এটা কেবল তারাই পায়, যারা (আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর) দৃঢ়চিত্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৯-৮০)*।

একদা কারুন অতি মূল্যবান পোষাক পরে অত্যন্ত জাঁমজমক সহকারে উত্তম সওয়ারীতে আরোহন করে স্বীয় গোলামদের মূল্যবান পোষাক পরিয়ে সামনে ও পিছনে নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বের হ'ল। তার এই জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখে দুনিয়াদারদের মুখ পানিতে ভরে গেল এবং তারা বলতে লাগল আহা! করুনকে যেরূপ (সম্পদ) দেয়া হয়েছে। আমাদেরকেউ যদি তা দেয়া হত! আসলেই সে ভাগ্যবান। তৎকালীন আলেমরা তাদের এই কথাগুলি শুনে তাদেরকে এ ধারনা হ'তে বিরত রাখার জন্য বুঝাতে লাগলেন। দেখ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ ও মুমিন বান্দাদের জন্য নিজের কাছে যা কিছু তৈরী কর রেখেছেন তা এর চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান। আর ধৈর্যশীল ছাড়া কেউ এটা লাভ করতে পারে না'।[15] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 'যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৮)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার সব চাহিদাই যে পূর্ণ হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূরণ করতে চান তা পূর্ণ করেন। হ্যাঁ, তবে এরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত হয়ে যাবে। সেখানে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আর সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকবে। কেননা সে ধ্বংসশীলকে চিরস্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই সে সেখানে আল্লাহ্র করুনা হ'তে দূরে থাকবে'।[16]

অল্পে তুষ্ট হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর'।[17] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত দু'দিন যবের রূটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি'।[18] অন্য এক বর্ণনায় আছে, مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. 'মুহাম্মাদের পরিবার মদীনায় আগমনের পর থেকে তার ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রূটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পান নি'।[19] عَنْ سَعِيدٍ

---

১৪. নাসাঈ হা/২৫৮২; তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; আহমাদ হা/১৬২৭৭; মিশকাত হা/১৯৩৯।

১৫. ইবনু কাছীর ১৫/৫৪০ পৃ.।

১৬. ইবনু কাছীর ১৩/৩৪০।

১৭. বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; তিরমিযী হা/২৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৯; আহমাদ হা/৭১৭৩; মিশকাত হা/৫১৬৪।

১৮. বুখারী হা/৫৪১৬; মুসলিম হা/২৯৭০; তিরমিযী হা/২৩৫৭; নাসাঈ হা/৪৪৩২; আহমাদ হা/২৪৭০৯; মিশকাত হা/৫২৩৭।

১৯. বুখারী হা/৫৩৭৪; মুসলিম হা/২৯৭০; নাসাঈ হা/২৩৪৬।

الْمَقْبُرِيِّ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. আবু সাঈদ মাকবুরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আবু হুরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ভুনাবকরী ছিল। তারা তাঁকে খেতে ডাকল। তিনি খেতে রাযী হ'লেন না এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পূর্ণ করে খাননি'।[২০]

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. নু'মান ইবনু বশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যে সমস্ত লোকেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ অধিক জমা করে ফেলেছে তাদের কথা উল্লেখ করে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার ফলে পেটের উপর ঝুকে থাকতেন। যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্টমানের খুরমাও পেতেন না'।[২১]

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رضى الله عنها كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ فِى هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِى يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাদের সামনে একখানি চাদর ও একখানি মোটা লুঙ্গী বের করে আনলেন এবং বললেন, এ দু'টি পরে থাকা অবস্থায়ই রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকাল করেছেন'।[২২]

حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنِّى لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি; তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, হুবলা গাছের পাতা ও এর ছাল ছাড়া আমাদের অন্য কিছু খাবার ছিল না। এজন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির মত মল ত্যাগ করতেন। যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না'।[২৩]

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَإِنِّى لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَىَّ، فَيَجِىءُ الْجَائِى فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِى، وَيُرَى أَنِّى مَجْنُونٌ، وَمَا بِى مِنْ جُنُونٍ، مَا بِى إِلاَّ الْجُوعُ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হ'তে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাঃ) তিনি বলেন, আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার এবং আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর আগন্তুক আসত এবং আমাকে পাগল মনে করে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত; অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল যার তীব্রতায় আমি বেহুশ হয়ে পড়তাম'।[২৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ الْعَشَاءَ وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের'।[২৫]

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا উবায়দুল্লাহ ইবনু মিহছান আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো'।[২৬]

অতএব আমাদেরকে অবশ্যই অল্পে তুষ্ট হ'তে হবে।

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

---

২০. বুখারী হা/৫৪১৪; মিশকাত হা/৫২৩৮।
২১. মুসলিম হা/২৯৭৮; তিরমিযী হা/২৩৭২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৬; আহমাদ হা/১৫৯।
২২. বুখারী হা/৩১০৮; মুসলিম হা/২০৮০; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫১।
২৩. বুখারী হা/৬৪৫৩; মুসলিম হা/২৯৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬; আহমাদ হা/১৫৬৬; মিশকাত হা/৬১১৯।
২৪. বুখারী হা/৭৩২৪; তিরমিযী হা/২৩৬৭।
২৫. তিরমিযী হা/২৩৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৭; আহমাদ হা/২৩০৩।
২৬. তিরমিযী হা/২৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৫১৯১; হাদীছটি হাসান।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৪- জমঈয়াতুল ইত্তিহাদিল ইসলামী (কেরালা, ভারত)(প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ)

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলীয় রাজ্য কেরালাতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বর্তমানে খুবই জোরদার। ১৯২২ সাল থেকে সেখানে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন চলছে। প্রথম শতাব্দী হিজরীতে ইসলামের আগমনকাল থেকেই এখানে মুসলিম-অমুসলিম স্ব স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই বসবাস করে আসছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও খৃষ্টানী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এদের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহ এবং রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এদের প্রচারকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অফিস-আদালত সব কিছু এদেরই সক্রিয় পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। এই সময় শিরক ও বিদ'আতপন্থী মুসলমানেরাও তাদের প্রচারণা বৃদ্ধি করে। ফলে মুসলিম জনগণ কুরআন-হাদীছের প্রকৃত ইল্ম থেকে দূরে চলে যায়। হাদীছপন্থী মুসলমানগণ জীবনের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকদিন অতিবাহিত হয়।

আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে এই সময় সাইয়েদ ছানাউল্লাহ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (১৮৪৬-১৯১২ খৃঃ) নামক জনৈক সংস্কারকের জন্ম হয়। তিনি খৃষ্টানী তৎপরতার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি এদের গোপন ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকেন। এমনিভাবে মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী (১৮৭৩-১৯৩২), আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯), শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামাদানী (মৃঃ ১৯২২), শায়খ গঞ্জ বকর মাসলিয়ার, শায়খ আবদুর রহমান হাদীরূস, কবি সাঈদ আলী মাষ্টার, মৌলবী আবদুল করীম প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথী হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী 'ওয়াযকাদ' (واز كاد) নামক স্থানে মাদরাসা দারুল উলূম কায়েম করেন ও সেখান থেকে আন্দোলন শুরু করেন।

উপরোক্ত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের আন্দোলনের ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদিল ইসলামী' বা 'ইসলামী ঐক্য সংস্থা' নামে কেরালাতে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছদের সংগঠন কায়েম হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্পারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আদালত ও প্রশাসনের নিকটে না গিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিজেরাই সমাধান করা।[১] এজন্য তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং সর্বত্র কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

৫-জমঈয়াতুল ওলামা (কেরালা, ভারত) (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩২ খৃঃ)

জমঈয়তে ইত্তেহাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সূচিত হয়। শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণ ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শকে পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে সমন্বিত করার জন্য 'জমঈয়তুল ওলামা' নামক একটি পৃথক ওলামা সংগঠন কায়েম করেন। 'আল-মুরশিদ' নামে তাঁরা একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা খৃষ্টানী, কাদিয়ানী ও অন্যান্য বিদ'আতী ফিৎনাসমূহের রদ করতে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করেন। এই জমঈয়ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেনি-যাতে নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি না হয়। জমঈয়তে ওলামার প্রচেষ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন মাহফিল-মজলিসে ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। মৌলবী যায়েদ ও মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম বর্তমানে এই সংগঠনের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক।[২]

৬-নাদ্ওয়াতুল মুজাহেদীন (কেরালা, ভারত) (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৫০খৃঃ)

মাওলানা মুহিউদ্দীন আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৭১ খৃঃ)-এর নেতৃত্বে কেরালায় যখন আহলেহদীছ আন্দোলন তুঙ্গে, তখন তিনি আন্দোলনে সকল স্তরের আহলেহাদীছ জনগণকে যাঁরা দ্বীনের পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করতে আগ্রহী, তাদেরকে শামিল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও প্রধানতঃ তাঁরাই পরামর্শক্রমে ১৯৫০ সালে 'নাদওয়াতুল মুজাহেদীন' নামে এক ব্যাপকভিত্তিক আহলেহাদীছ সংগঠন কায়েম হয় এবং ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত সকল সংগঠন নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের সদস্য হন। মাওলানা মুহীউদ্দীন ও মাওলানা আব্দুস সালাম এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন। বর্তমানে ডঃ ওছমান বিন মুহাম্মাদ মুরকান ও কে, বি, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।[৩]

---

১. কে. বি মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, 'আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা' (তিরূর-কেরালাঃ ইন্দো-আরব প্রেস, ১৯৮২) পৃঃ ১৩; ঐ, 'নাদ্ওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা' (প্রেস ও সালাবিহীন) পৃঃ ৩-৪।

২. তথ্যঃ আব্দুল হক সুল্লামী, সেক্রেটারী 'সালাফী সমাজকল্যাণ সংস্থা (الجمعية السلفية الخيرية) কারিংগাদার পোঃ ভিলাইয়ুর, জেলা-পালঘাট, কেরালা, ভারত।-তাং ১৪.৫. ১৯৮৯ খৃঃ।

৩. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

'নাদ্ওয়াতুল মুজাহেদীন' কায়েম হওয়ার পর তাঁকে যুবক, ছাত্র ও মহিলাদেরকে পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেন। এতদুদ্দেশ্যে নাদ্ওয়াতুল মুজাহেদীন যুব, ছাত্র ও মহিলা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন সময়ে 'ইত্তেহাদুশ শুব্বানিল মুজাহেদীন' (১৯৬৭ সাল), 'হারাকাতুত্ তালাবাতিল মুজাহেদীন' (১৯৭১ সাল) ও 'হারাকাতুন্ নেসাইল মুসলিমাত' (১৯৮৭ সাল) কায়েম হয়। বর্তমানে প্রথমোক্তটির সভাপতি ও সম্পাদক হলেন হুসাইন বিন আবুবকর ও সালাহুদ্দীন মাদানী, দ্বিতীয়টির মোস্তফা ফারূকী ও মুহাম্মাদ আলী এবং তৃতীয়টির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা হ'লেন আমীনা আম্বারিয়াহ ও খাদীজা নার্গিস।[৪] সকল শাখা সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হ'ল- মুজাহিদ সেন্টার, কালিকট-২, কেরালা, ভারত। নিম্নে 'নাদ্ওয়াতুল মুজাহেদীন'-এর বর্তমান তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদত্ত হ'ল।

১। মুজাহেদীনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জামে মসজিদের সংখ্যা ৪০০ শত।

২। দ্বীনী মাদরাসার সংখ্যা প্রায় অনুরূপ।

৩। কলেজের সংখ্যা ১৯টি (কলেজগুলির সমবায়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য কালিকট বিমানবন্দরের পাঁচ কিলোমিটারে দূরে ২৫ বিঘা জমি খরিদ করা হয়েছে)।

৪। সংগঠন ৪টিঃ (ক) ওলামা (খ) যুব (গ) ছাত্র (ঘ) মহিলা।

৫। পত্রিকা ৩টি। (ক) আল-মানার (মাসিক) নাদ্ওয়াতুল মুজাহেদীনের মুখপত্র। (খ) আশ-শাবাব (সাপ্তাহিক) যুবসংগঠনের মুখপত্র। (গ) ইক্রা (মাসিক) ছাত্রসংগঠনের মুখপত্র।

সবগুলি পত্রিকা কেরালার আঞ্চলিক 'মালয়ালম' ভাষায় প্রকাশিত হয়। 'মাতবা'আতুল মুজাহেদীন' ও 'মাতবা'আতুশ শাবাব' নামে দু'টি পৃথক প্রেস রয়েছে।

৬। 'সালাফী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (الجمعية السلفية الخيرية)

নামে একটি স্ব-শাসিত সমাজকল্যাণ সংস্থা আছে। যার অধীনে একটি আরবী কলেজ, ১টি ইয়াতীমখানা, ১টি দ্বীনী মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালিত হয়। কেরালার পালঘাট জেলার অন্তর্গত করিংগানাদ (পোঃ ভিলাইয়ূর) নামক স্থানে এটি অবস্থিত। আবদুল হক সুল্লামী বর্তমানে এই সংস্থার সেক্রেটারী।[৫]

অন্যান্য তথ্যঃ

ক- কেরালায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সংগঠনের মূলে যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁরা হলেন-

১। মৌলবী মুহাম্মাদ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (مقدي ثقافة) (১৮৪২-১৯১২ খৃঃ) **২।** শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামাদানী (মৃঃ ১৯২২ খৃঃ) **৩।** মৌলবী আবদুল করীম **৪।** গঞ্জী বকর মাসলিয়ার **৫।** কবি সাঈদ আলী কাত্তী মাষ্টার **৬।** গঞ্জী আহমাদ আল-জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯ খৃৎ) **৭।** মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী (১৮৭৩-১৯৩২) **৮।** মৌলবী মুহাম্মাদ আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৬৭) **৯।** শায়খ মুহাম্মাদ (মৃঃ ১৯৭০) **১০।** মৌলবী মুহিউদ্দীন (মৃঃ ১৯৭১) **১১।** মৌলবী আবদুর রহমান (মৃঃ ১৯৬৪) **১২।** এন, এম মৌলবী (মৃঃ ১৯৩৪) **১৩।** আনীস মাওলা মানগাদী (মৃঃ ১৯৫৩) **১৪।** ওমর আহমাদ মালাবারী **১৫।** বী যায়েদ আল-মৌলবী **১৬।** মৌলবী আবদুস সালাম **১৭।** মৌলবী এ. কে. আবদুল লতীফ **১৮।** মৌলবী সাইয়িদ আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারী (মৃঃ ১৯৪৫)।

খ- লেখকবৃন্দ : আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কেরালার মত একটি ছোট্ট রাজ্যে আমরা এযাবত (২৩-১-৮৯ ইং পর্যন্ত) ৯৭ জন লেখকের নাম ও তাদের প্রকাশিত ৩৮২-এর অধিক কিছু বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। যাঁদের মধ্যে ১টি হ'তে সর্বোচ্চ ৩৩টি প্রকাশিত বইয়ের লেখকের নাম রয়েছে। আমরা তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম।[৬]

১। মৌলবী ছানাউল্লাহ মাক্বদা ছাক্বাফাহ (১৮৪২-১৯১২) ৩৩ খানা **২।** কোয়া কূতী তাংগাল আল-বাদূরী ৩৩ খানা **৩।** মৌলবী এম, সি, সি, আহমাদ ৮ খানা **৪।** মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী ৫ খানা **৫।** তৎপুত্র আবদুল কাদের ছানী ৭ খানা **৬।** মৌলবী মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন ১৫ খান **৭।** মৌলবী মুহাম্মা আমানী ১২ খানা **৮।** মৌলবী আবদুল কাদের ৮ খানা **৯।** মৌলবী ওমর ৭ খানা **১০।** আবদুল হক সুল্লামী ৬ খানা **১১।** গঞ্জী মুহাম্মাদ ১২ খানা **১২।** কে. এম. মৌলবী ১১ খানা **১৩।** মাহিন কোতী আলবেযী ৯ খানা **১৪।** সি. ভি. এম. হীদরূস ৬ খানা **১৫।** কে. কে. মুহাম্মাদ আবদুল করীম ১০ খানা

গ- গত ১৯৮৭ ১-৪ঠা জানুয়ারী কেরালার কুটিপুরাম শহরে জমঈয়তুল ওলামা, নাদওয়াতুল মুজাহেদীন, ইত্তেহাদুশ শুব্বান ও হারাকাতুত্ তালাবার সম্মিলিত উদ্যোগে চারদিন ব্যাপী ৩য় আন্তর্তাতিক 'সালাফী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দেশ-বিদেশের ৪০,০০০ ডেলিগেট ও ৫ লক্ষ লোকের মহাসমাবেশ হয় বলে অনুমান করা হয়।[৭]

ঘ-'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সঙ্গে এখানকার যৎসামান্য সাংগঠনিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। কেননা কেরালা জমঈয়তের ওলামার সেক্রেটারী মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-কাতিব ১৯৮৭ সালে মারকাযী জমঈয়তে নায়েবে আমীর ছিলেন।[৮]

বর্তমান ভারতে কেরালা আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যা বিগতযুগে ৮ম ও ৯ম শতাব্দী হিজরীতে বাহমনী (৭৮০-৮৮৬হিঃ/ ১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ) ও মুযাফ্ফরশাহী (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২) যুগে দক্ষিণ ভারতে জোরদার আহলেহাদীছ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পি এইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৭১-৩৭৮]

---

৪. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।
৫. তথ্যঃ প্রাগুক্ত, তাং ২৩.১. ১৯৮৯ খৃঃ।
৬. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।
৭. তথ্যঃ সম্মেলনের প্রচারপত্র হ'তে প্রাপ্ত।
৮. তথ্যঃ প্রাগুক্ত।

শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত

-মুখতার আযহার

(২য় কিস্তি)

(৩) তালেবে ইলমের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো তার সময়। সময় জ্ঞান সচেতনতা, যৌবনকালের যথাযথ মূল্যায়ন করা, অযথা সময়ক্ষেপনের হাত থেকে বাঁচাই হবে তালেবে ইলমের বড় চ্যালেঞ্জ। তার প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হবে পাঠ মুখস্থ করায় বা অধ্যয়নে বা পড়াশোনায় অথবা কোন কিছু কাউকে শিক্ষায় দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ঠিক স্থির লক্ষ্যেপানে।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'আমি যখনই জা'ফর (রহঃ) এর কাছে গেছি তখনই দেখেছি তিনি হয় ছালাতে দাঁড়িয়ে আছেন অথবা বসে বসে কুরআন পড়ছেন অথবা বসে বসে যিকির-আযকার করছেন। এমনকি কিছু কিছু আলেম বলেন, কতই না সুন্দর সে দৃশ্য!

আবুল ওয়াফা ইবনু আক্বীল হাম্বলী বলেন, 'কখনোই আমার উচিৎ নয় যে, আমি কোন সময় নষ্ট করি। আমার জিহ্বা পড়া মুখস্থ করবে, আমার চক্ষু পড়া দেখতে থাকবে, আরামের সময় আমায় চিন্তা শক্তি যিকির-ফিকির করতে থাকবে, আমি কোন কাজেই উদ্যত হইনা যা আমার ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে'। সমকালীন বিখ্যাত আলেম শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়েখ উছাইমীন, শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়েখ ইবনু জিবরীন, শায়েখ মুখতার শানক্বীতী, শায়েখ ফাওযান ইত্যাদি আলেমের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাব তারা কিভাবে সময়ের মূল্যায়ন করেছেন। তারা ইলমের জগতের কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন!

(৪) জ্ঞানার্জনে কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য খুবই যরূরী । ইলম বা জ্ঞান হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান রিসালাত যা বহনে আত্মিক সুখ বিসর্জন দিতেই হবে। বিশেষকরে প্রাথমিক বিদ্যার্জনে। তালেবে ইলমকে অবশ্যই ধৈর্যের অস্ত্র নিয়ে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এ ময়দানে লড়াই করতে হবে।

কোন কোন আলেম বলতে চেয়েছেন, জিবরাঈল (আঃ) অহীর অবতীর্ণের শুরুতে রাসূল (ছাঃ)-কে তিনবার চেপে ধরেছিলেন তিনি এতে দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন যা আমাদের প্রতিটি তালেবে ইলমের জানা । প্রথমবার তিনি বলেছিলেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। অতএব কোন তালেবে ইলমের-ই কষ্ট বিনা বিদ্যার্জন সম্ভব নয়।

আবু হাতেম (রহঃ) বলেন, 'বিদ্যার্জনে অধিক পড়াশোনা, আলেম-ওলামার মজলিসে উপস্থিত থাকা, নতুন কিছু জানার জন্য গবেষণায় রত থাকতে সময়াভাবে আমাদের এমন অনেক দিন আমরা পার করেছি যে সমস্ত দিনে কোন রান্না করা গোশত বা তরকারীর ঝোল পর্যন্ত আমাদের পেটে পড়েনি'। অতএব হে তালেবে ইলম! অধিক ধৈর্যশীল, অধিক জ্ঞান অন্বেষকারী হিসাবে নিজেকে আবিস্কার কর। আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতরাজি ইলমকে নিজের করে নাও।

(৫) তালেবে ইলমকে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে অধিক পরহেযগার হতে হবে। হালাল ভক্ষণে অভ্যাসী হতে হবে। পানাহার, পোষাক পরিধান, বসতবাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ও প্রয়োজনে রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ পাবন্দ হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুর দানা পর্যন্ত খাননি ছাদাক্বার মাল হওয়ার ভয়ে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'পরহেযগারিতা হলো আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন যাবতীয় বিষয়কে পরিহার করা'।

(৬) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে হুশিয়ার হওয়া। ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখা। বাহ্যিকভাবে সুন্নাতের পাবন্দী ও তা প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা।

(৭) খাদ্য কম খাওয়া, কম ঘুমানো। অধিক খাদ্য গ্রহণ ও ঘুম অলসতা নিয়ে আসে যা তালেবে ইলমের বিদ্যার্জনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর কম খাওয়া ও কম ঘুমানো হলো এ দু'য়ের হক।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমি ষোল বছর পর্যন্ত পরিতৃপ্ত আহার করিনি। কেননা বেশী খাবারে বেশী পানি প্রয়োজন। আর বেশী পানাহার বেশী অলসতা ও অধিক নিদ্রা আনয়নকারী। মেধা কমিয়ে দেয়া, জ্ঞান লোপ পাওয়া, শরীরে অলসতার জন্য দায়ী। শুধু তাই নয় শারীরিক অসুস্থতাও অধিক পানাহারের সাথে জড়িত যা ইসলামী শরী'আতেও অপসন্দনীয়'। আর অধিকাংশ অসুখের কারণ-ই হলো অধিক পানাহার। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-

'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *('আরাফ ৭/৩১)*।

কিছু আলেম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে যাবতীয় চিকিৎসার সমাধান দিয়েছেন'।

লুক্বমান (রহঃ) বলেন, 'হে বৎস! যখন তুমি পেট পূর্ণ করে খাবে তখন তোমার চিন্তা শক্তি ঘুমিয়ে পড়বে, তোমার বুদ্ধি লোপ পাবে আর তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহ্র ইবাদত থেকে অবসর নেবে'।

(৮) সৎ সঙ্গ হলো তালেবে ইলমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সালাফে ছালেহীন সৎসঙ্গকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে

দেখতেন। কথায় আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। মহান আল্লাহ বলেন, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي 'আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন' *(ত্বোয়াহা ২০/২৯)*।

(৯) তালেবে ইলমের সুন্দর আদব ও আচরণ যরূরী। আর সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা, ভদ্রতা, শান্ত, গীবত ও চোগলখুরী মুক্ত, সাধারণ জীবন-যাপন, অহংকার বিবর্জিত আচরণ, হিংসা পরিহার করা ইত্যাদি।

কিছু সালাফে ছালেহীন বলেন, আমি যখন কোন মজলিসে যাই তখন আমি নিজেকে সবচেয়ে ছোট মনে করি আর বেরিয়ে আসি সবার চেয়ে বড় হয়ে। আর আমি যদি কোন মজলিসে বড় হয়ে প্রবেশ করি তবে আল্লাহ যেন আমাকে সবচেয়ে ছোট করে বের করে নিয়ে আসেন।

(১০) জ্ঞানীদের নিকট থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করা। তালেবে ইলমের দেখা উচিৎ 'আলেম বিল আমল'-এর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ যে আলেম জানে ও যথাযথভাবে আল্লাহকে স্বরণ করে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমি তোমার মালের ব্যাপারে সন্তুষ্ট যা আমার ও আল্লাহ্র মাঝে দলীল স্বরুপ হবে'। অর্থাৎ যখন আল্লাহ আমাকে ক্বিয়ামতের মাঠে পাকড়াও করবেন এই বলে যে, তুমি কার নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছিলে। তখন আমি বলব 'তোমার সম্পদ থেকে'।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! এই জ্ঞান হলো দ্বীন। অতএব তোমরা কাদের নিকট থেকে দ্বীনের জ্ঞানার্জন করছ সে ব্যাপারে খেয়াল রেখ'।

(১১) কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। কেননা যে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে এবং সে যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকে। আর তার অন্তরে আত্মিক প্রশান্তি কাজ করে। আল্লাহ তার অন্তর দরজা খুলে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

(১২) ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং তার পথে দাওয়াত দেয়া। যখনই জানবে এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তখনই তা আমল করবে। এ ব্যাপারে **হযরত আলী (রাঃ)** বলেন, 'ইলম আমলের ব্যাপারে আওয়াজ দিলে যদি সেটি গ্রহণ করা হয় তবে তা থাকবে নচেৎ তা চলে যাবে'। **প্রবাদ রয়েছে**, 'হাদীছকে একবার হলেও আমল করে তার আমলকারী হয়ে যাও। যে ইলম অনুযায়ী আমল করে সে আল্লাহ্র ইলমের ওয়ারিছ হয়ে যায় নতুবা নয়'।

আর তালেবে ইলমকে অবশ্যই সুন্নাতের হেফাযতকরী হতে হবে। বিশেষকরে ক্বিয়ামুল লাইল, সকাল-সন্ধায় পঠিতব্য দো'আ আমল ইত্যাদি। আর দ্বীনী দাওয়াত প্রচার-প্রসারে পিছপা হলে চলবে না । কেননা ইলমের যাকাত হলো তার প্রচার-প্রসার ও অন্যদের দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

(১৩) যাবতীয় অশালীন মজলিস, তর্ক-বিতর্ক বাহাছ পরিত্যাগ করা। কেননা ফায়েদা বিহীন মজলিস, অনর্থক কথা-বার্তাতে তালেবে ইলমের ইলমী বরকত হারিয়ে যাবে। আর সত্য পথ থেকে ছিটকে পড়বে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,'যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার'।[১]

মা'রূফ কিরখী (রহঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার জন্য আমলের দরজা খুলে দেন এবং ঝগড়া-ফাসাদের দরজা বন্ধ করে দেন। আর যখন কোন বান্দার অকল্যাণ চান তখন ঝগড়া-ফাসাদের দরজা খুলে দেন এবং আমলের দরজা বন্ধ করে দেন'।

যদি জ্ঞানী সম্প্রদায় জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে তখন তা সংরক্ষিত হয় আর যদি জ্ঞানকে অন্তরে মর্যাদার জায়গায় রাখে তবে সম্মানিত হয়।

তালেবে ইলম কিভাবে জ্ঞানার্জন করবে

হে তালেবে ইলম! ইলমী জগতে পদচারণায় তোমাকে স্বাগতম। ইলম অর্জনের বাস্তব সম্মত কিছু ধারা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

জ্ঞানার্জন করতে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় শাখায় বিচরণ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে আগাতে হবে। বলা হয় যে ইলমী জগতে বাক্য কেন্দ্রিক যে আগায় সে সেটায় পায়। আর যদি শ্রোতার ভীড়ের মধ্যে জ্ঞান তালাশ করে তার বুঝে ভুল থেকে যায়। সবচেয়ে সুন্দর পন্থা হলো বিষয় ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞার্নাজন করা। অতপর অন্যটি শুরু করা। বিশেষকরে যে বিষয়ের জ্ঞান নিজ দেশের আলেমদের কাছে পাওয়া যায় না সে বিষয়গুলির প্রতি বেশী খেয়াল রাখা।

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জন

---

১. *আবুদাউদ হা/৪৮০২।*

Contents

বিষয় বা মানহাজ ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের দু'টি দিক রয়েছে।

(ক) উদ্দেশ্য ভিত্তিক (খ) যন্ত্র ও মাধ্যম ভিত্তিক।

উদ্দেশ্য ভিত্তিক জ্ঞান আবার চারভাগে ভাগ বিভক্ত সেগুলো হলো-

১. আক্বীদা ও তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান। এর আবার তিনটি দিক রয়েছে।

(ক) দ্বীনকে বুঝা ও তার ভিত্তি সম্পর্কে জানা। তাওহীদে ইবাদতকে জানা কেননা এটি মুমিন ও মুশরিকের পার্থক্যকারী জ্ঞান। এ বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে।

*كتاب الاصول الثلاثة– বইটিতে লেখক তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদে উলূহিয়্যাহ, 'ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বইটির বেশ কয়েকটি শারাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থও বেরিয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন (রহঃ) ও আল্লামা আব্দুর রহমান বিন কাসেম (রহঃ) লিখিত শারাহদ্বয়।

*كتاب التوحيد– বইটিকে শায়খ ৬৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক বিশদ আলোচনা করেছেন। এই বইটিরও অনেকগুলো শারাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১-فتح المجيد – শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়খ। ২-تيسير العزيز الحميد – শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ। ৩-القول المفيد – শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন। ৪-اعانة المستفيد – শায়খ ছালেহ ফাওযান। ৫-التمهيد لشرح كتاب التوحيد– শায়খ ছালেহ আলে শায়খ। এছাড়া শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব-এর আরো তিনটি বই রয়েছে। সেগুলো হলো- কিতাবু ক্বাওয়াদুল আরবা', কাশফুশ শুবহাত ও মাসায়েলুল জাহেলিয়্যাহ। আর প্রতিটি বইয়ের বিভিন্ন লেখকের শারাহ গ্রন্থও রয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের বইগুলো হলো-শায়খ ইবনু তায়মিয়্যাহ (রহঃ)-এর 'কিতাবুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ'। বইটিতে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর আক্বীদা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। অতপর কিতাবুল ফাতাওয়া হামাবিয়্যাহ, কিতাবুর রিসালাহ আত-তাদমিরিয়্যাহ ইত্যাদি। উল্লেখিত বইগুলোর একাধিক শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। ইবনু কুদামা লিখিত 'কিতাবু লুম'আতিল ই'তিকাদ' বইটিও উল্লেখযোগ্য।

(গ) এ পর্যায়ে ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ত্বহাবী লিখিত 'মাতনু ত্বহাবিয়া' উল্লেখযোগ্য। এর শারাহ গ্রন্থ লিখেছেন ইবনু আবী উয্যা হানাফী।

২. ইলমুল ফিক্বহ। এর তিনটি দিক রয়েছে।

এ বিষয়ে তালেবে ইলমকে অবশ্যই মাযহাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। এ প্রকারে তিনটি বিষয় লক্ষনীয় তা হলো- মাযহাব সংক্রান্ত মতন মুখস্থ করা, মাযহাব সংক্রান্ত মাসায়েল জানা ও মাসআলার হুকুম ও কওলে রাজেহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান রাখা।

ক. ইবনু কুদামা লিখিত 'কিতাবু উমদাতুল ফিক্বহ'। বইটির শারাহ লিখেছেন বাহাদ্দীন মাক্বদীসী 'শারহু উমদাতু' ও হাশিয়া লিখেছেন আব্দুল্লাহ বাস্‌সাম 'হাশিয়াতু উমদাতু ফিক্বহ'।

খ. ইমাম মুহাম্মাদ বা'লী লিখিত 'কিতাবুত তাসহীল'। এর শারাহ লিখেছেন আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ ফাওযান 'ফিক্বহুদ দালীল'।

গ. মুসা বিন আহমাদ হাজাবী লিখিত 'কিতাবু যাদুল মুসতাক্বনা'। বইটি খুবই কঠিন হওয়ায় এর অনেকগুলো শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মানছুর বিন ইউনুস বাহুতী লিখিত ' আর-রাওযুল মুরাব্বা'। মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন-এর লিখিত 'আল-মুমতা' আলা যাদুল মুসতাক্বনা''।

ঘ. মার'আ কারীমীর লিখিত 'কিতাবু দালীলুত তালেব'। বইটি অনেক শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে শায়েখ ইবরাহীম যূইয়ান-এর 'মানারুস সাবীল' উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ইলমুত তাফসীর

এ বিষয়ে জানতে হলে অবশ্যই তালেবে ইলমকে নিম্নোক্ত বইগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

আল-কুরআনের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো জানার জন্য তালেবে ইলমকে প্রথমেই যে বইটি হাতে নিতে হবে তা হলো- শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয খুযাইরী-এর লিখিত 'আস-সিরাজু ফি বায়ানে গারীবুল কুরআন'। অতঃপর কুরআনের সাধারণ অর্থ জানতে আব্দুর রহমান আস-সা'দী লিখিত 'তাইসীরু কারীমির রহমান ফী তাফসীরু কালামিল মান্নান'।

এছাড়াও দলীল ভিত্তিক আরো অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইমাম বাগাবী (রহঃ)-এর লিখিত 'মায়ালিমুত তানযীল', ইবনে কাছীর (রহঃ)-এর লিখিত 'তাফসীরু কুরআনিল আযীম'। কুরআনের তা'বীল সংক্রান্ত আরো বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো ইমাম ত্বাবারী (রহঃ)-এর লিখিত 'জামে'উল বায়ান 'আন তা'বীলিল কুরআন'। ছালেহ আল-উছায়মীন লিখিত 'তাফসীরু কুরআনিল কারীম' আধুনিক কালের অন্যতম একটি লেটেস্ট গ্রন্থ। অত্র গ্রন্থে প্রচুর কায়দা-কানুন,তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয়াদি উঠে এসেছে যা একজন তালেবে ইলমের জানা অতীব যরূরী। আর অন্য কোন এমনটি পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ পর্যায় ঃ ইলমুল হাদীছ

ইলমুল হাদীছ হলো রাসূল (ছাঃ)-এর সারগর্ভ কথামালার এক অমূল্য রত্ন ভান্ডার। ইলমুল হাদীছের প্রথমেই যে গ্রন্থটির নাম উঠে এসেছে তার নাম হলো 'আল-'আরবাঈনা নাবাবিয়্যাহ' যার লেখক হলেন ইমাম নাবাবী শাফেঈ (রহঃ)। গ্রন্থটিতে ইবনু ছালেহ লিখিত 'আহাদীছু কুললিয়্যাহ'

থেকে হাদীছ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ছাব্বিশটি হাদীছ নেয়া হয়েছে। অতঃপর ইমাম নাবাবী (রহঃ) আরো বিয়াল্লিশটি হাদীছ সংযুক্ত করে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। 'আরবাঈনা' গ্রন্থটিরও শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ)-এর লিখিত 'জামে'উল উলূম ওয়াল হুকুম'। মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন লিখিত শারাহ গ্রন্থও রয়েছে। এছাড়াও **হাদীছের আহকাম** সংক্রান্ত আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। প্রথমটি হলো আব্দুল গিনা আল-মাক্বদেসী লিখিত 'উমদাতুল আহকাম'। বইটিতে তিনি তিনশত ত্রিশটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন যেখানে অধিকাংশ হাদীছসমূহ বুখারী ও মুসলিম-এর শর্তানুযায়ী সংকলিত। তবে সেখানে ছয় চল্লিশটি হাদীছ তিনি 'শায়খায়েন'-এর শর্তের খিলাফ করেছেন। গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ইবনু দাক্বীকুল ঈদ লিখিত 'ইহকামুল আহকাম', শায়েখ আব্দুল্লাহ বাস্সাম-এর লিখিত 'তাইসিরুল আল্লাম' ও শায়েখ সা'আদী-এর লিখিত শারাহ গ্রন্থটিও রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী আশ-শাফেঈর লিখিত 'বুলূগুল মারাম'। গ্রন্থটিতে তিনি ১৪৩৬ টি হাদীছ শুধুমাত্র আহকামের জন্য নিয়ে এসেছেন। আর ১৩২টি হাদীছ হলো আদব ও আখলাক সংক্রান্ত। সর্বমোট ১৫৬৮ টি হাদীছ তিনি সংকলন করেছেন। বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থটির অনেকগুলো শারাহ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে শায়েখ আব্দুল্লাহ বাস্সাম লিখিত 'তাওযীহুল আহকাম মিন বুলূগুল মারাম', মুহাম্মাদ ছালেহ উছায়মীন লিখিত 'ফাতহ যিল জালালি ওয়াল ইকরাম', ও আব্দুল্লাহ ফাওযান লিখিত 'মানহাতুল আল্লাম' ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ে 'কুতুবে সিত্তাহ'। ১. ছহীহুল বুখারী-এর শারাহ ইবনু হাজার আসক্বালানী লিখিত ফাতহুল বারী। ২. ছহীহ মুসলিম-এর শারাহ গ্রন্থ শারহুন নাবাবী। ৩. সুনানে তিরমিযী-এর শারাহ গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী।৪. সুনানে নাসাঈ-এর শারাহ গ্রন্থ হাশিয়াতুস সুয়ূত্বী। ৫. সুনানে আবুদাউদ-এর শারাহ 'আওনুল মা'বূদ। ৬. সুনানু ইবনু মাজাহ-এর হাশিয়াতুস সানাদী।

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতে নাবাবী বুঝার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞার্নাজন করতে হবে। কেননা তাঁর গুণাবলী, কর্ম ও অনুমোদনের সমন্বিত রুপকে হাদীছ বলা হয়। আর রাসূল চরিত জানার জন্য একজন তালেবে ইলমকে অবশ্যই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়ায়হাব রচিত মুখতাছারু সিরাতির রাসূল (ছাঃ), ছফীউর রহমান মুবারকপুরী লিখিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম' ও ইবনু ক্বাইয়্যিম রচিত 'যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খইরিল ইবাদ' ইত্যাদি।

পঞ্চম পর্যায় ঃ ইলমুল উছূল

উছূলুল ফিকহ সম্পর্কে জানা একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমেই যে বইটির নাম এসে যায় তাহলো শায়েখ আব্দুর রহমান আসসা'দী লিখিত 'রিসালাতুন লাত্বীফাতুন ফী উছূলুল ফিকহ'। এছাড়াও ইমাম জুওয়ানী লিখিত 'আল-ওরাক্বাত'। এর আবার আব্দুল্লাহ ফাওযান লিখিত শারাহ রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন লিখিত 'নাযমুল ওরাক্বাত' নামক শারাহ রয়েছে। এছাড়াও ইবনু কুদামার লিখিত শারাহ রয়েছে যার নাম হলো 'রওযাতুন নাযের ওয়া জুন্নাতুল মানাযের'।

উছূলুত তাফসীর সম্পর্কে তালেবে ইলমকে জ্ঞার্নাজন করা আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তালেবে ইলমকে শুরু করতে হবে শায়েখ আব্দুর রহমান লিখিত 'কাওয়ায়েদুল হাস্সান লি তাফসীরুল কুরআন'। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) লিখিত 'মুকাদ্দামাতু ফী উছূলুত তাফসীর'। অত্র গ্রন্থটির মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন লিখিত শারাহ রয়েছে। এছাড়াও আল্লামা সুয়ূত্বী লিখিত 'আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন'।

মুছতালাহুল হাদীছ সম্পর্কে জানতে হলে তালেবে ইলমকে যা করতে হবে তা হলো মুহাম্মাদ বিন বাইক্বূনীর লেখা 'মানযূমাতুল বাইকুনিয়্যাহ' পড়া। এর শারাহ গ্রন্থ হাসান বিন মুহাম্মাদ মাশাত লিখিত 'তাক্বরীরাতুল সুন্নিয়াহ'। এছাড়াও মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীনের রয়েছে 'শারাহু মানযূমাতুল বাইকুনিয়্যাহ', শায়েখ মাহমূদ তাহানের রয়েছে 'তাইসীরু মুছতালাহুল হাদীছ, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী লিখিত 'নুখবাতুল ফিকর' এর শারাহ গ্রন্থ হলো 'নাযহাতুন নাযার' ও ইবনু কাছীর (রহঃ) লিখিত 'মুখতাছারু উলূমুল হাদীছ'।

আরবী ভাষা সম্পর্কে তালেবে ইলমকে অবশ্যই পূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে হবে। **উমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)** বলেন, আরবী শেখ, তা মানবিকতা বাড়িয়ে দেয়'। **ইবনু ওয়ারদী** বলেন, ইলমু নাহুর জ্ঞান বাড়াও 'যে ব্যক্তি নাহুর ই'রাবের জ্ঞান থেকে মাহরুম হলো সে হতবুদ্ধ হলো'। সুতরাং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নাহুর জ্ঞার্নাজন করা। আর সেজন্য তালেবে ইলমকে ইমাম আজরূম লিখিত 'মাতনুল আজরূমিয়্যাহ' সাথে সাথে এর শারাহ গ্রন্থ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন কৃত শারাহ গ্রন্থ দেখতে হবে। এছাড়াও হুরাইরীর লিখিত 'মালহাতুল 'আরাব, ইবনু হিশামের 'ক্বাতরু নাদা ওবলু ছদা, আলফিয়াতু ইবনু মালেক'-এর শারাহ 'শারহু ইবনু আক্বীল', দালীলুস সালেক শায়েখ ফাওযানের লেখা উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তালেবে ইলমকে ঐ সমস্ত উপকারী বই পড়তে হবে যা তালেবে ইলমের অন্তরের ক্ষুধা মিটাবে, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, যবান শানিত করবে, বুঝার ময়দান প্রশস্ত করবে ও সর্বশেষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দেবে। আর এসব ক্ষেত্রে রাসূল জীবনী বইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বিশেষকরে ড. আব্দুর রহমান পাশা লিখিত 'ছুরাতু মিন হায়াতিহ ছাহাবা ওয়াত তাবেঈন', ইমাম যাহবী লিখিত 'সিয়ারু 'আলামুন নুবালা' ইত্যাদি। আর তালেবে ইলমকে অবশ্যই ইবনু তায়মিয়্যাহ ও ইবনু কাইয়্যিম (রহঃ) দ্বয়ের কিতাবগুলো বেশী বেশী পড়া। অবশেষে মহান আল্লাহর নিকটে উপকারী ইলম, সৎ আমল ও খালেছ নিয়তের আরজি রেখে শেষ করলাম। আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পথের পথিক হওয়ার তাওফীক দিও-আমীন। (ক্রমশঃ)

[লেখক : আব্দুল্লাহ বিন মুহসিন মুতায়রী-এর লিখিত আরবী প্রবন্ধ লিখিত كيف تكون طالب العلم – অবলম্বনে রচিত]

Contents

মাওলানা আব্বাস আলী : জীবন ও কর্ম

-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

ভূমিকা :

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক গতিশীল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগে মানুষ সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল তথা হক্বের দাওয়াত ঘরে বসে অতি সহজেই পেয়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংগঠনিকভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে সারা দেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দিন যত সামনে ধাবিত হচ্ছে নতুন নতুন অঞ্চলের মানুষ 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত কবুল করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের এই সংগঠন শামিল হচ্ছে। সে অর্থে বাংলাদেশের একটি বড় অংশের মানুষ 'আহলেহাদীছ' আক্বীদার অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ভিত্তিহীন কোন ভূঁইফোড় আন্দোলন নয়। এ আন্দোলনের রয়েছে গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য ও ইতিহাস। যে ইতিহাসে শামিল আছেন রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের সঙ্গী-সাথী তাবেঈনে এযাম হ'তে শুরু করে যুগ-যুগান্তরের অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী মহামনিষীগণ। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে এই আন্দোলনের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। যে ইতিহাস এক দিনে এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি। অসংখ্য আলেম-ওলামার জ্ঞান সাধনা, কৃষক-প্রজার অকৃপণ দান, গাযী ও শহীদের রক্ত ঝরা আত্মদান, বালাকোট ময়দান, বাঁশের কেল্লা, সিত্তানা, মুলকা, আম্বেলা, আসমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি, জেল-যুলুম, ফাঁসি, দীপান্তর ও কালাপানির নির্যাতন আহলেহাদীছদের রক্তে মাখা অমলিন ছাপ হয়ে ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শীর্ষক অমূল্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষক পাক ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অবিস্মরণীয় অবদান, ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস বিরল প্রমাণ-পঞ্জীসহ জাতির সামনে পেশ করে খ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। উক্ত গবেষণাগ্রন্থে বাংলাদেশের 'আহলেহাদীছ' নেতৃস্থানীয় উলামা, উল্লেখযোগ্য এলাকা ও ব্যক্তিত্বদের নাম ও পরিচিতি সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত হয়েছে। উল্লেখিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকথা সংগৃহীত ও সংকলিত হলে 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করবে বলে মনে করি। অবিভক্ত বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় আলেম মাওলানা আব্বাস আলীর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।-

পরিচয় : মাওলানা আব্বাস আলী পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে আহলেহাদীছ জামা'আতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় আলেম ছিলেন। তিনি পত্রিকা প্রকাশনা, গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা, পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ ও প্রকাশনা, ওয়ায়েযীন এবং সমাজ হিতৈষী রূপে খ্যাতিমান ছিলেন।

বাংলাদেশ অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা যেলার বশিরাহাট মহকুমার চণ্ডিপুর গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১২৬৬ সনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তমীযুদ্দীন ও চাচার নাম মাওলানা মুনীরুদ্দীন।

শিক্ষাজীবন : মাওলানা আব্বাস আলীর জন্মভূমি চন্ডিপুর ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ অজপাড়াগাঁ। তারপরও সেখানে ছিল গ্রামীণ পাঠশালা। সেই গ্রাম্য পাঠশালাতেই তিনি বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। চাচা মাওলানা মুনীরুদ্দীন ছিলেন আহলেহাদীছ সমাজের বিখ্যাত ওয়ায়েযীন ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ। চাচার নিকট আব্বাস আলী প্রাথমিক আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। পরিশেষে মাটির মায়া মমতা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে আসেন একেবারে ভাটির দেশ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ। বিষয়টি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হয়। কারণ সে আমলে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রগণ দ্বীনী শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মাদরাসাগুলোতে পাড়ি জমাতো। কিন্তু কি কারণে মাওলানা আব্বাস আলী পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন তার বিবরণ জানা যায়নি। যাহোক, সে সময় ভাটির দেশ ময়মনসিংহ যেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দেলদুয়ার নামক স্থানে এক বিখ্যাত মুসলমান জমিদার বাড়ী ছিল। জমিদার আবার 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। জমিদার বাড়ীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ, আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও 'আহলেহাদীছ' আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান কান্দাহারী উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। আব্বাস আলী উক্ত দেলদুয়ার মাদরাসায় ভর্তি হন। মাওলানা আব্দুর রহমান কান্দাহারীর নিকট তিনি ১৫ বছর যাবত আরবী সাহিত্য, তাফসীর ও হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে'।[১]

কর্মজীবন : শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর উক্ত দেলদুয়ার মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে মাওলানা আব্বাস আলী কর্ম জীবন শুরু করেন। সেখানেই তিনি দারস ও তাদরীসে জীবনের

১. *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ : জুন : ২০০৯), পৃ. ১৪১।*

পনেরটি বছর অতিবাহিত করেন। অতঃপর প্রায় ত্রিশ বছর পূর্ববঙ্গে কাটানোর পর নাড়ির টানে মাতৃভূমি চন্ডিপুর গ্রামে মাওলানা আব্বাস আলী ফিরে যান।

গ্রামীন জীবনে ফিরে গিয়ে তিনি দেখতে পান, এলাকার মুসলমানরা নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কারের জালে আটকা পড়ে আছে। আল্লাহ্‌র দাসত্ব ভুলে মানুষ যিন্দাপীর ও মৃত পীর-ফকিরের গোলামী করছে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মুসলিম সমাজ অবক্ষয়ের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে প্রথমেই তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আহ্বান করেন। তাঁর সুন্দর ব্যবহার ও দরদমাখা আহ্বানে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে উঠে। উত্তর ২৪ পরগনা যেলা ও তৎসংলগ্ন কয়েক যেলায় তিনি দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বহু মুসলিম 'আহলেহাদীছ' হয়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

পত্রিকা প্রকাশ : পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, তাহযীব-তমুদ্দন সর্বদিক দিয়েই ছিল পশ্চাৎপদ। হিন্দু সমাজ ছিল সর্বক্ষেত্রেই অগ্রসরমান। হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসাবে সে সময় অনেকগুলি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তন্মধ্যে সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' ব্রাহ্ম ধর্মের মুখপত্র 'প্রবাসী' কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ সম্পাদিত 'হিতবাদী' কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জিবনী' উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও সাময়িক প্রসঙ্গ ছাড়াও এসব পত্রিকায় প্রতিবেশী মুসলিম সমাজকে 'ম্লেচ্ছ', 'যবন', মুসলমানের ব্যাটা' ইত্যাকার আখ্যা দিয়ে প্রবন্ধাদি ছাপা হতো। অপর পক্ষে 'মোসলেম হিতৈষী' ও 'মিহির সুধাকর' নামে মাত্র দু'টি মাসিক পত্রিকা মুসলমান সমাজ কর্তৃক প্রকাশ হ'ত।

মুসলিম সাংবাদিকতার জনক আহলেহাদীছ সমাজের গৌরব মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এবং তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক ও মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা মুসলিম জাগরণে ও 'আযাদী আন্দোলন'-এ যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে, জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সূচনা ও পরিচালনার সঙ্গে আরও তিনজন 'আহলেহাদীছ' মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যুক্ত ও জড়িত ছিলেন। তাঁরা হলেন মৌলভী কাযী আব্দুল খালেক, হাজী আব্দুল্লাহ ও মাওলানা আব্বাস আলী।

যতদূর জানা যায়, ১৮৭৭ সালের ৪ঠা কিংবা ৭ই জুন তারিখ মৌলভী কাযী আব্দুল খালেক কলিকাতা অথবা উত্তর শিয়ালদা পল্লী থেকে সর্বপ্রথম 'আখবার-এ মোহাম্মদী' নামে একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালের ২৯ মার্চ থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে পত্রিকাখানা প্রকাশ পেতে থাকে। ৮৬ সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ার পর পত্রিকাটি অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[২] কাযী ছাহেব 'আখবার-এ মোহাম্মদী'র ফাইলপত্র তৎপরবর্তীতে মাওলানা আকরম খাঁ-কে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করেন *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২)*।

তৎকালে কলিকাতার তাঁতী বাগানে হাজী আব্দুল্লাহ নামক একজন ধর্মপরায়ণ, মহৎপ্রাণ, আহলেহাদীছ ব্যবসায়ী বাস করতেন। তিনি ব্যবসায়িক কারণ ছাড়াও ধর্মীয় বই-পত্র প্রকাশনার স্বার্থে কলিকাতার নূর আলী লেনে 'আলতাফী প্রেস' নামে একখানি ছাপাখানা স্থাপন করেন। হাজী আব্দুল্লাহ ছাহেব এ সময় প্রেস পরিচালনায় মাওলানা আব্বাস আলীর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। ওদিকে মাওলানা আব্বাস আলীও তখন বই-পত্র প্রকাশের জন্য কলিকাতায় গিয়ে হাজী আব্দুল্লাহ ছাহেবের সাহচর্য পেয়ে ধন্য হন। মাওলানা আব্বাস আলী বহু বছর ধরে 'আলতাফী প্রেস'-এর কর্মসচিব ছিলেন। উক্ত 'আলতাফী প্রেস' হ'তে ১৯০১ সালে মাওলানা আব্বাস আলী দুই পাতা বিশিষ্ট 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও কলেবর বৃদ্ধি পায়। প্রথমে তা 'পাক্ষিক' ও পরে 'সাপ্তাহিক'-এ রূপান্তরিত হয়'।[৩] সম্ভবতঃ ১৯০৩ সাল থেকে মাওলানা আব্বাস আলী, মাওলানা আকরম খাঁর উপর 'মোহাম্মদী' সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পণ করেন'।[৪]

'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশনায় মাওলানা আব্বাস আলী যে যুক্ত ছিলেন তা মাওলানা আকরম খাঁর জীবনী গ্রন্থ থেকেও প্রমাণিত হয়। যেমন বলা হচ্ছে- 'তৎকালে তিনি (মও. আকরম খাঁ) মাওলানা মোহাম্মাদ আব্বাস আলী সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন। মাওলানা আব্বাস আলী সাহেবও মাঝে মধ্যে চীনা বাজারে গিয়ে নিজের মাথায় করে পত্রিকা ছাপার জন্য কাগজ আনতেন।[৫]

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা : ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় লিখিত ধর্মীয় বই-পুস্তকের খুবই অভাব ছিল। বিশেষভাবে আহলেহাদীছ সমাজে লেখক ও সাহিত্য কর্ম ছিল খুবই অপ্রতুল। সমাজের এই অভাব পূরণার্থে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে মাওলানা আব্বাস আলী যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হন। তৎকালীন অনগ্রসর যুগে তাঁর সেই পদক্ষেপ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হ'ল :

১. দৈনন্দিন জীবনে হাদীছের আলোকে মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষার জন্য তিনি রচনা করেন **'মাসায়েলে জরূরীয়া'**। জানা যায়, মুহাম্মদী বা আহলেহাদীছ জনসাধারণের মধ্যে এই বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৬]

২। সমাজে প্রচলিত শির্কের বিরুদ্ধে এবং নির্ভেজাল তাওহীদ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি রচনা করেন **'বারকুল মুওয়াহহিদীন'**।

৩। হানাফী মাযহাব অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এবং তাদের হিতসাধনের জন্য রচনা করেন, **'মুফীদুল আহনাফ'**।

---

২. *মাওলানা আকরম খাঁ, সংকলন ও সম্পাদনা আবু জাফর (ঢাকা : ইফাবা, ডিসেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২৯৬।*

৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : ইফাবা, জুন : ১৯৯৫), পৃ, ১/৪২।*

৪. *প্রাগুক্ত।*

৫. *মাওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ২০৪, ২৯৭।*

৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (ঢাকা : হাফাবা, ১৯৯৬), পৃ. ৪৬৬।*

৪। **'মহরম উৎসব'**- আশুরায়ে মুহাররমের উপর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।

৫। হক্ব ও না হক্ব পথ চেনার জন্য হেদায়েতমূলক তাঁর রচিত অন্যতম বই **'কষ্টি পাথর'**।

৬। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জুম'আর খতীবদের জন্য তিনি লিখেন- **'জুমআর খুৎবা'**।

এছাড়াও মুসলিম সমাজে জিহাদের জাযবা সৃষ্টির লক্ষে তিনি ইতিহাস খ্যাত সিরিয়া, মিশর, পারস্য প্রভৃতি বিজয়ের ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথার উপর ভিত্তি করে আরো তিনখানি পুস্তক রচনা করেন'।[৭]

কঠোর পরিশ্রম করে এ সকল বই-পুস্তক রচনা করেই মাওলানা ক্ষান্ত হননি। কালো কালির অক্ষরে শৃংখলিত পান্ডুলিপি যেন মুদ্রিত আকারে বাইরের আলো বাতাসের সহিত পরিচিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে; সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি কাল বিলম্ব করেননি। হাজী আব্দুল্লাহ ছাহেব-এর 'আলতাফী প্রেস'-এ দিন-রাত অবিরাম মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করে নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে তিনি পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন।

এতদ্ব্যতীত একজন সমাজহিতৈষী প্রকাশক হিসাবে মাওলানা, তাঁর চাচা ও প্রখ্যাত ওয়ায়েযীন মাওলানা মুনীরুদ্দীন কর্তৃক দোভাষী পয়ারছন্দে লিখিত 'মুনীরুল হোদা'- নামক পুঁথি কাব্যগ্রন্থটি উক্ত প্রেস থেকে প্রকাশ করে সমাজে সমাদৃত হন।

পবিত্র কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক : এদেশের অধিকাংশ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে যে, কুরআন মাজীদ প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন। কথাটি সর্বাংশে সঠিক নয়। কেননা বাংলায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস অনেকখানি প্রাচীন ও ভিন্ন রকম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ড. মুজীবুর রহমান তাঁর 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাষায় কুরআনের প্রথম অনুবাদক ছিলেন একজন মুসলিম। তাঁর নাম ছিল আমীর উদ্দীন বসুনিয়া। তিনি ছিলেন রংপুর যেলার গঙ্গাচড়া থানাধীন চিনাখাল মটুকপুর গ্রামের অধিবাসী। তিনি মুসলমানী বাংলা তথা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় কুরআনের আমপারার কাব্যানুবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন, 'জনাব আমীরউদ্দীন বসুনিয়ার এই সরল বাংলা কাব্যানুবাদ খানী ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল'।[৮] বলা যায়, আমীরউদ্দীন বসুনিয়া কুরআনের প্রথম অনুবাদক হলেও তা ছিল কেবলমাত্র ৩০তম পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অতঃপর নরসিংদী যেলার পাঁচদোনা গ্রামের অধিবাসী বাবু গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০ খ্রীঃ) ১৮৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর কুরআনের প্রথম পারা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হন। কিন্তু গিরীশচন্দ্র সেন কর্তৃক অনূদিত কুরআন ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা ছিল। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ব্রাহ্ম ধর্মালম্বী অমুসলিম গিরীশ বাবু কুরআনের অনেক শব্দের ভুল অর্থ করেছেন। ইসলামী পরিভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন- ইশ্বর, নরক, সাধুমজ্জন প্রভৃতি আক্ষরিক অর্থ করা ছাড়াও অনেক ব্যক্তিগত অভিমত ও ব্রাহ্ম ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করেছেন। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার ২য় বর্ষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় ৯ পৃষ্ঠায় গিরীশ বাবুর বঙ্গানুবাদে ভ্রম শীর্ষক একটি প্রতিবাদসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৯]

সর্বপেক্ষা বড় কথা এই অনুবাদ গ্রন্থে মূল আরবী ইবারত পরিত্যক্ত ছিল। যেসব কারণে মুসলিম সমাজে তার অনূদিত কুরআন সমাদৃত হয়নি। বরং একে ভ্রমহীন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়াটাই বিতর্কিত ব্যাপার।

ঠিক এই যুগে গিরীশ চন্দ্র সেনের আগে ও পরে বাংলা অঞ্চলে কতিপয় হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মালম্বী মিশনারী পাদ্রী কুরআন ও হাদীছের বাণী বিকৃত করে অসৎ উদ্দেশ্যে সাধনের নিমিত্তে এগুলির বঙ্গানুবাদ করতে থাকে। এসব মিশনারী অপতৎপরতার আভাস পাওয়া যায় ড. মুজীবুর রহমান রচিত বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা গ্রন্থে। যেমন তিনি লিখেছেন, এদেশের পুরোধা ছিলেন রেভারে এইচ জি রাউস (Rouse) এবং তাঁর 'ফুরকান' পুস্তিকাটি ছিল তাঁর কর্মতৎপরতার প্রতীক। এতে খুব জোরালোভাবে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহ্র অবতারিত গ্রন্থ নয়। বরং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্বকপোলকল্পিত।[১০] কুরআন অনুবাদে চার্চ মিশনারীদের অপতৎপরতা ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের অসৎ পরিকল্পনা প্রতিরোধকল্পে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে সে সময় বাংলার যমীনে যশোরের মুন্সী মেহেরুল্লাহ, নদীয়ার শেখ জমীর উদ্দীন, মানিকগঞ্জের আনিসউদ্দীন প্রমূখ মনীষী এবং সে যুগের প্রথম জাতীয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'সুধাকর' এর প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রামেচ্ছু মিশনারী দল অনেকখানী সংকুচিত হয় এবং বাংলার মুসলিম সমাজ ধর্মান্তকরণের হাত থেকে রক্ষা পায়।[১১]

মাওলানা আব্বাস উদ্দীন কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদের পূর্বে আরও দু'জন মুসলিম অনুবাদক কুরআনের অনুবাদ বিস্তারিত তাফসীরসহ লিখে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে টাঙ্গাইলের মাওলানা নঈমুদ্দীন কুরআনের অনুবাদসহ তাফসীর প্রকাশ করেন। কিন্তু তা প্রথম হ'তে তের (১৩) পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তদ্রুপ খ্যাতনামা 'আহলেহাদীছ' আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার তরজমা ও তাফসীর লিখে প্রকাশ করেন ১৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে।[১২] এদিক থেকে এই উভয় অনুবাদককে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদক বলা যায় না।

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ক্রমধারায় সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে আমরা মাওলানা আব্বাস আলীকেই বাংলা ভাষায়

৭. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৪২।*
৮. *বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৩৬।*
৯. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।*
১০. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।*
১১. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।*
১২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।*

কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ত্রিশ পারার প্রথম অনুবাদক হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। বাঙ্গালী মুসলমান হিসাবে মাওলানা আব্বাস আলীর এই অনুবাদকর্ম ছিল সর্বপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর অনূদিত কুরআনের ৩০তম পারা বা আমপারার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবরে। পৃষ্টা সংখ্যা ২৮, মূল্য চার আনা। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন মুনশী কারীম বখশ, ৩৩ নং বেনেপুকুর লেন, কলিকাতা।[১৩]

অতঃপর ১৯০৮ সাল থেকে ধারবাহিকভাবে বঙ্গানুবাদ কুরআন প্রকাশ করতে শুরু করেন মাওলানা আব্বাস আলী কলিকাতাস্থ 'আলতাফী প্রেস' থেকে। পূর্ণাঙ্গ কুরআনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর অনুদিত কুরআনের মোট পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্করণের আধিক্য থেকে এ অনুবাদ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এ অনুবাদ গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মূল আরবী আয়াতের নীচে রয়েছে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীর (১৭৫০-১৮১৮ খৃঃ) উর্দূ তরজমা এবং তার নীচে মাওলানা আব্বাস আলী ছাহেবের সরল বাংলা অনুবাদ। এই অনুবাদের ভাষা শাহ রফীউদ্দীন কৃত উর্দূর মতই মূলের অনুসারী। এর প্রত্যেক পৃষ্ঠার বর্ডার আকর্ষণীয় ও কারুকার্যময়। এই বর্ডারের দুই পার্শ্বে নম্বরসহ সংযোজিত হয়েছে মাওলানা বাবর আলী (১৮৭৪-১৯৪৬ খৃঃ) কর্তৃক হাদীছ ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।[১৪]

মাওলানা বাবর আলী কৃত এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলি 'তাফসীরে কাবীর', 'কাশশাফ', 'ফাতহুল কাদীর', 'ফাতহুল বায়ান', 'দূররুল মানছূর' প্রভৃতি মূল তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বর্ডারে প্রদত্ত এই সব ব্যাখ্যার কতকগুলি আবার উর্দূ ভাষাতেও লিখিত হয়েছে সঠিক ক্রমিক নম্বরসহ। যার সংখ্যা কম হলেও তার সবগুলিই মূল আরবী গ্রন্থরাজি থেকে সংগৃহীত।[১৫]

এটি শুধুমাত্র তরজমা গ্রন্থই নয় তাফসীরও বটে। যার শেষ কভার পৃষ্ঠায় অনুবাদকের 'নিবেদন' শিরোনামে বলা হয়েছে, 'এই বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় চার কোটি মুসলমানের বাস। আর বাংলা ভাষায় টীকা ও তরজমা লিখিত সম্পূর্ণ কুরআন এই একখানা ব্যতীত দু'খান নাই'।[১৬] অনুবাদক মাওলানা আব্বাস আলীর এই 'নিবেদন' প্রেক্ষিতে গবেষক ড. মুজীবুর রহমান টীকায় মন্তব্য লিখেছেন, 'তিনি যদি একথা মনে করে থাকেন যে, মূল আরবী ও টীকা টিপ্পনীসহ সম্পূর্ণ কুরআনের তরজমা ও তাফসীর এটাই প্রথম, তবে তাঁর দাবী মত বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অন্যথায় মূল আরবী ছাড়া পূর্ণাঙ্গ কুরআনের বাংলা তরজমা ও কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী এ সময়ের ২৫/২৬ বছর আগে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গিরীশ বাবু কর্তৃক লিখিতও প্রকাশিত হয়েছিল।[১৭]

অতঃপর গবেষক ড. মুজীবুর রহমান নিজেই অনুবাদক মাওলানা ছাহেবের স্তুতিবাদ করে লিখেছেন, মাওলানা আব্বাস আলী এক দিকে যেমন ছিলেন উর্দূ থেকে বাংলা অনুবাদকের জনক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন মূল আরবীসহ কুরআন মাজীদের পূর্ণাঙ্গ বাংলা তরজমা ও তাফসীরের প্রথম মুসলিম পথিকৃত। তাঁর আগে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ইত্যাদি মিলে অনেকেই কুরআন করীমের পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক বঙ্গানুবাদ করেছেন বটে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মূল আরবীসহ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তাঁর আগে কেউ করেন নি। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সম্ভার এবং বিশেষত এই কুরআন সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাওলানা আব্বাস আলীর এইসব বিচিত্র অবদানের ফলশ্রুতি হিসাবেই হয়তো তাঁর এ সুনাম-সুখ্যাতি শুধু যে বাংলার ঘরে ঘরেই সীমাবদ্ধ তা নয় বরং বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে বহির্দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই 'সাইয়ারা ডাইজেষ্ট' প্রভৃতি মাসিক উর্দু পত্রিকায় তাঁকে শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিস দেহলভী-এর প্রথম অনুবাদক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হাকীম মাওলানা আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ ছাপড়াতী রচিত 'আল-বায়ানিত তারাজিমিল কুরআন' নামক উর্দূ গ্রন্থেও তাঁর নামোল্লেখ করে প্রশংসা করা হয়েছে। (মাসিক সাইয়ারা ডাইজেষ্ট-বিশেষ কুরআন কিরাতুত তারাজিম' নামক গ্রন্থেও আব্বাস আলীর নাম এবং কুরআন সাহিত্যে তাঁর অবদান ও সেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮]

মাওলানা আব্বাস আলী অনূদিত কুরআন ও তার তাফসীর গ্রন্থের সাথে তাঁরই নীরব সহকর্মী সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক যশস্বী আলেম মাওলানা বাবর আলী ছাহেবের নাম বিশেষভাবে বিজড়িত রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কুরআন তরজমা ও তাফসীর প্রকাশনা এ উভয় আলেমের যুক্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি বলাই যুক্তিসঙ্গত। তথাপি মাওলানা আব্বাস আলী এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তা অকপটে বলা যায়। পরাধীন ভারতে দূর্দশাগ্রস্ত অনগ্রসর মুসলিম সমাজে সহজ-সরল ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন অনুবাদ করে মুসলিম সমাজের বিরাট অভাব পূরণ করেছেন। তাঁর সেই অবদান জাতি চিরদিন স্মরণে রাখবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশ্যা। যার আলোকেই আমরা বাংলাভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গবেষণা গ্রন্থে তাঁর নাম ও অবদান দেখতে পাই। তন্মধ্যে মাসিক 'মোহাম্মাদী' ১৩৪০ সনের আষাঢ় সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ; ইসলামী একাডেমী পত্রিকা ১৯৬১ ১ম বর্ষ এপ্রিল-জুন সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২৪; সাপ্তাহিক আরাফাত ১ আশ্বিন ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ; সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা প্রভৃতিতে তাঁর নাম ছড়িয়ে আছে।

এ দেশের এক শ্রেণীর আলেম সমাজ প্রচার করে থাকেন যে, কুরআন-হাদীছ চর্চায় আহলেহাদীছদের মৌলিক কোন অবদান নেই। অথচ অনেক বই-পত্রে কুরআনের প্রথম অনুবাদক হিসাবে মাওলানা আব্বাস আলীর নাম উল্লেখিত

---

১৩. বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ.১৪২।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭।

হয়। কিন্তু তিনি যে, আহলেহাদীছ ছিলেন, তা সম্ভবত অনেকেরই অজানা রয়েছে। অথবা জেনেও তা গোপন করা হয়। যেমনভাবে কুরআনের জগদ্বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীর ইবনে কাছীর'- প্রথম বঙ্গানুবাদ করেছেন আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর ড. মাওলানা মুজিবুর রহমান। এ ক্ষেত্রে তাঁদের এসব অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তাই গর্বের সঙ্গে বলা যায়, সৃজনশীল ও মৌলিক জ্ঞান-গবেষণায় কোন কালেই আহলেহাদীছ ওলামাদের অবদান ও কৃতিত্ব কোন অংশে কম ছিল না।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা : বিরামহীন পরিশ্রম করার ফলে মাওলানার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কলিকাতা মহানগরীর কোলাহলময় ব্যস্ত জীবন ত্যাগ করে মাওলানা আব্বাস আলী শেষ জীবনে শান্ত-শ্যামল পাড়া-গায়ের গ্রামীণ জীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু কর্ম ও সৃষ্টি সাধনা যাঁদের ব্রত, বয়স তাঁদের কাছে কোন বাঁধা নয়। নিজ অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে তিনি চণ্ডীপুর গ্রামে একটি ইসলামীয়া মাদরাসা স্থাপন করেন। এখানেও তিনি অক্লান্ত শ্রম ও সাধনা দ্বারা দূর-দূরান্ত থেকে আগত তালেবুল এলেমদের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন। ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের বুযুর্গ পিতা, খুলনা, যশোর, ২৪ পরগনা অঞ্চলের খ্যাতনামা আলেম, যশস্বী ওস্তায, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও স্বনামধন্য বাগ্মী মাওলানা আহমাদ আলী (রহঃ) (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.) এই চণ্ডীপুর মাদরাসাতেই এক বছর ব্যাপী শিক্ষকতা করেছেন।[১৯]

বাক্যেশ্বর বাহাছে অংশগ্রহণ : বাংলা ১৩২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী যেলার অন্তর্গত দাদপুর থানাধীন বাক্যেশ্বর গ্রামে হানাফী ও আহলেহাদীছের মধ্যে একটি বিরাটাকারের ঐতিহাসিক 'বাহাছ' অনুষ্ঠিত হয়। আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বাহাছ সভায় আহলেহাদীছ পক্ষে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন মাসিক 'আহলে হাদিস' পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক মাওলানা বাবর আলী, মাওলানা এফাযুদ্দীন, খুলনা যেলার তৎকালীন তরুণ আলেম মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম-এর সহিত, কলিকাতা থেকে তৎকালীন 'আঞ্জুমানে আহলে হাদিস বাঙ্গালা'র পক্ষ হ'তে মাওলানা আব্বাস আলীও যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২০]

জনহিতকর কার্যাবলী : সে আমলে দেশবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুব দুর্দশাগ্রস্ত। সড়ক যোগাযোগের উন্নতি সাধন ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে মাওলানা আব্বাস আলী বশিরহাট মহকুমার তৎকালীন লোকাল বোর্ডের সদস্য পদ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের 'প্রেসিডেন্ট' পদ গ্রহণে বাধ্য হন। বশিরহাট মহকুমার 'মসলন্দাপুর তেঁতুলিয়া রোড' নামক বর্তমান বিশাল রাস্তাটি নির্মাণ তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি রূপে আজও বিদ্যমান। এই রাস্তা নির্মাণে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের সময় স্থানীয় এক হিন্দু জমিদার তনয় তাঁর প্রতি বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছিল।[২১] এভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে নেতৃত্ব দিয়ে বারাসাত ও বশিরহাট মহকুমার, হিন্দু-মুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষের তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা অর্জন করেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবদান : বঞ্চনা ও অবহেলায় জর্জরিত, আত্মবিস্মৃত আহলেহাদীছ জামা'আতের উন্নতি সাধনের জন্য মাওলানা আব্বাস আলী বহুমুখী তৎপরতা দ্বারা নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। সংকীর্ণ মাযহাবী গোঁড়ামী ও বানোয়াট তরীকার অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করে কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা ছিল তাঁর জীবন সাধনা। এই ঐক্য প্রচেষ্টায় বহুবিধ বাধা-বিপত্তি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হ'তে হয় তাঁকে। শেষে তিনি অনেকাংশে সফলতা অর্জন করেন। এইভাবে 'মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশনা, আলতাফী প্রেস পরিচালনা, বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতা, কুরআন অনুবাদ করা, বাহাছ-মুনাযারায় অংশ গ্রহণ করা প্রভৃতি কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অবদান রাখেন।

শেষকথা : মাওলানা আব্বাস আলী ছাড়াও তাঁর সমসাময়িককালে সুজলা-সুফলা বাংলার উর্বর প্রতিভা প্রসবিনী ভূমিতে জন্ম লাভ করেন মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ বর্ধমানী (১৮৫৯-১৯৪৩), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা বাবর আলী (১৮৭৩-১৯৪৬), মাওলানা আহমাদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) প্রমূখ খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম। তাঁরা সকলেই তাবলীগ ও তাদরীস, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলা ও আসাম অঞ্চলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শত বাধা বিঘ্ন ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা সর্বদাই নিজেদেরকে 'মোহাম্মদী' বা 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বর্তমান সময়ে ছহীহ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী হয়ে কিছু কিছু মানুষ নিজেদের পরিচয় হবে শুধু 'মুসলিম'। 'আহলেহাদীছ' বলা যাবে না এমন দাবী তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করছেন। আমার মনে হয় আহলেহাদীছকে যদি একটি 'আন্দোলন' রূপে তাঁরা বুঝতেন তাহ'লে এমন দাবী করতে পারতেন না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইতিহাস এবং উল্লেখিত পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের গর্বিত জীবন কর্ম থেকে নতুন প্রজন্মের সকল শ্রেণীর 'মুসলিম' সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের সন্ধান দিন- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় দাঈ, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ]

---

১৯. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, শেখ আখতার হোসেন (রাজশাহী : হাফাবা), পৃ. ১২।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪২৯।
২১. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৬৬; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৪২, ই.ফা.বা।

Contents

মার্কিন নও মুসলিম অ্যারেন সেলার্স-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

ন্যায়বিচার, শান্তি, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং চারিত্রিক ও নৈতিক সৌন্দর্য মানুষের প্রকৃতিগত আরাধ্য বিষয়। আর এইসব বিষয় ইসলামী শিক্ষা ও আইনের ছায়াতলে পাওয়া যায় বলেই মানব জাতির মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে এই মহান ধর্ম। পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামকে উগ্র ও সহিংসতাবাদী ধর্ম বলে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এটা বুঝতে পারছেন যে, ইসলাম শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মুক্তি ও সৌভাগ্যের ধর্ম এবং এ ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো মেটাতে পারে।

বেলজিয়ামে অবস্থিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জরিপ সংস্থা 'সি ইন্টারন্যাশনাল' জানিয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১১ সালে ইউরোপে ইসলামে দীক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৭। অতীতের যে কোনো বছরের তুলনায় ইউরোপে ইসলামে দীক্ষিতের এই হার ছিল সবচেয়ে বেশি।

ফ্রান্সের জনমত জরিপ সংস্থা 'আইএফওপি' ইউরোপের সবচেয়ে বড় গবেষণা সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সংস্থাটি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'গত দশ বছরে ইউরোপের বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ব্রিটেন, জার্মানী, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিপুল সংখ্যক নাগরিক ইসলামকে ইউরোপের চিরাচরিত খ্রিস্টান পরিচিতির প্রতি হুমকি বলে মনে করা সত্ত্বেও এবং ইউরোপের ইসলামীকরণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এই মহাদেশে ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ৩৫ বছরের কম বয়সী যুব সমাজের একটা বিশাল অংশ মনে করেন ইসলাম তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক দিক জোরদার করছে। তাদের মতে, ইসলাম ইউরোপকে এমন এক নতুন যুগে উন্নীত করতে পারে যার অভিজ্ঞতা ইউরোপ অতীতে কখনও লাভ করেনি'।

মার্কিন নও-মুসলিম 'অ্যারোন সেলার্স' মনে করেন আল্লাহ চেয়েছিলেন বলেই তিনি মুসলমান হ'তে পেরেছেন। কারণ, আল্লাহই মানুষের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কয়েকটি মানসিক বা আত্মিক ঘটনার পর খ্রিস্টান পরিবারে বড় হওয়া সেলার্স একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি বলেছেন, 'শৈশবে জন্ম নেয়ার সময়েই আল্লাহ-পরিচিতির প্রথম বীজ বোনা হয়েছিল আমার অস্তিত্বের মধ্যে। মা বাইবেলের কাহিনীগুলো শোনাতেন ছোটবেলায়। কিন্তু কৈশর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের লগ্নে শৈশবের সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার রঙ্গ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা জায়গা যেখানে হয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার সুবাদে অর্জিত ধর্মীয় জীবন সবাই ভুলে যায়, কিংবা আমার মত সেই জীবনকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। এরপর হোস্টেল বা ছাত্রাবাসে রাত জাগা, লাগামহীন জীবন, মদ ও পার্টির সহজলভ্যতা-এসবই জীবনকে সংকীর্ণ করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে গির্জাও

ছিল না বলে তা নিয়ে আগ্রহও জাগত না। ফলে রোববারগুলো হয়ে উঠেছিল অন্য দিনগুলোর মতই'।

অ্যারোন সেলার্স আরো বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে শিখেছি অনেক কিছুই, তবে একটি শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায়। অপ্রত্যাশিত সেই সময়ে শরীর ও মনের সব শক্তি ক্ষয়ে আসছিল এবং আত্মহত্যাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে ভাবছিলাম। জীবনে আর কখনও এতটা শূন্যতা অনুভব করিনি।

আমার অবস্থা ছিল যেন হযরত মুসা (আ.) ও বনি-ইসরাইলের মত যাদের পেছনে ছিল ফেরাউনের সেনাদল ও সামনে নীল নদ এবং বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে দরিয়া পাড়ি দেব। ফলে মুসা (আ.)র মত প্রার্থনার হাত তোলা ছাড়া আমারও কোনো উপায় ছিল না'।

অ্যারোন সেলার্স আরো বলেছেন, "জীবনের অর্থহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও শূন্যতার ধারণাযখন আমাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিচ্ছিল তখন আবারও ওয়াশিংটনে আমার কৈশরের সেই গির্জায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মধ্যে আবারও ধর্ম-বিশ্বাস জোরালো হওয়ায় আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দেই। মনে হয় স্বল্প সময়ের জন্য আত্মহত্যার

সেই চিন্তাটা এসেছিল স্রষ্টা বা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যই। পরিবর্তিত এ অবস্থা আমার মধ্যে জীবনের নতুন লক্ষ্য সৃষ্টি করে ও বেড়ে যায় আমার উতসাহ। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ধরনের পূর্বানুমান বা অযৌক্তিক ভাবাবেগমুক্ত আচরণ করতে লাগলাম। আমার মনে হয় আমার এই অবস্থার কারণেই নিরেট সত্য তথা ইসলাম গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনের মধ্যে।"

অ্যারোন সেলার্স নিতান্ত কৌতূহল বা আনন্দের জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন। প্রথমেই 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক বইটি তার হাতে আসে। বইটির প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা সেলার্সকে স্তম্ভিত করে। এ আলোচনায় উল্লেখিত ইসলাম ও খ্রিস্ট

ধর্মের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্ক তার কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। বইটির ওই অধ্যায়ে প্রামাণ্য তথ্য তুলে ধরে বলা হয় যে ইসলাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্ম। আর এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ওই মহান নবীর বড় ছেলে হযরত ইসমাইল (আ.)র বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। এইসব তথ্য ইসলাম সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে সেলার্সের মধ্যে। এরপর তিনি বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনার সিদ্ধান্ত নেন। বৌদ্ধ ধর্মে পার্থিব জীবনকে খুব বেশী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, অন্যদিকে পরকাল

সম্পর্কেও এ ধর্মের স্পষ্ট বক্তব্য নেই। হিন্দু ধর্মে ইবাদত বা উপাসনা খুবই অগোছালো প্রকৃতির এবং এসব উপাসনার কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো নেই। এ ছাড়াও হিন্দুদের ঈশ্বর বা উপাস্যগুলো অনবরত বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন।

সেলার্সের কাছে ইহুদি ধর্মের মূলনীতিগুলোকে সঠিক মনে হয়েছিল, তবে ধর্মটির মধ্যে খুব মাত্রাতিরিক্তভাবে জাতিগত বিদ্বেষও তারচোখে পড়েছে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস বা চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো তার কাছে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বজনীন বলে মনে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে সময় পর্যন্ত সেলার্সের কাছে ইসলাম সম্পর্কে যেসব তথ্য ছিল তা ধর্মান্তরের জন্য যথেষ্ট ছিল না বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন পড়ার পর এ মহাগ্রন্থের বক্তব্য তার কাছে এমন জ্যোতির্ময় আলো বলে মনে হয়েছে যে মনে-প্রাণে মুসলমান হওয়ার জন্য খুব একটা দূরত্ব আর অবশিষ্ট থাকেনি।

মার্কিন নও-মুসলিম অ্যারোন সেলার্স সঙ্গীত সামগ্রীর একটি দোকানে চাকরি করতেন। একদিন এক পুরোনো ও স্থায়ী ক্রেতা তাকে ইংরেজীতে অনুদিত পবিত্র কুরআনের একটি কপি উপহার দেন। অ্যারোন সেলার্স এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

'কুরআন পেয়ে আমি খুব পুলক অনুভব করেছিলাম। দেরি না করেই কুরআনের মাঝামাঝি যায়গা খুললাম যাতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত আয়াত পড়া যায়। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভালবাসা নিয়ে বড় হয়েছিলাম। তাই কুরআন এ মহাপুরুষ সম্পর্কে কি বলে তা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে মনে বললাল, কুরআনে যদি ঈসা (আঃ)-কে কোনোভাবে সমালোচনা করা হয় বা তার ওপর অনাস্থা আনা হয় তাহলে কুরআন পড়া বন্ধ করে দেব এবং ইসলাম নিয়ে আমার আর কোনো আগ্রহই থাকবে না। কিন্তু কুরআনে পড়লাম, আল্লাহ কেবলই এক, তাঁর কোনো শরিক নেই ও নেই কোনো তুলনা এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র একজন নবী ও বান্দা বা দাস। এভাবে কুরআনে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে ঈসা (আঃ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে দেখে কুরআন অধ্যয়নের ও ইসলাম সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বেশ কিছু দিন ধরে গভীর পড়াশুনা, আলোচনা ও গবেষণায় মেতে রইলাম। আমার আত্মাই শুরু করেছিল নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার কাজ। চাচ্ছিলাম সত্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রাখব যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে ইসলামকে সঠিকভাবেই বুঝতে পারছি। ফলে পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা বা পুনর্মূল্যায়ন শুরু করি এবং মুক্তির পথ পেয়ে যাই'।

পবিত্র কুরআনের সুরা ইউনুসের ৫৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত'।

কুরআনের এই আয়াত পড়ার পর নিজের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন অনুভব করেন সেলার্স। আর এ সময়ই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাসার অদূরে অবস্থিত মসজিদে গিয়ে সাক্ষ্য দেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেই নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতির জন্য তাঁর সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত কুরআন সর্বশেষ খোদায়ী গ্রন্থ বা ওহি। যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন অনুভব করছিলেন অপার প্রশান্তি। সেদিনই জীবনে প্রথমবারের মত প্রকৃত প্রশান্তি অনুভব করেছিলেন বলে সেলার্স উল্লেখ করেন।

ধীরে ধীরে জোরদার হল তার ঈমান। আর ইসলামী বিধানগুলো মেনে চলতে চলতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, 'পশ্চিমা প্রচারণার বিপরীতে ইসলাম নরঘাতক ও সন্ত্রাসী গড়ে তোলে না। বরং ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতির এবং জানা ও অজানা সব সৃষ্টির আসল ধর্ম। যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি ও সৌভাগ্যের সন্ধান করে তারাই মুসলমান'। আর এভাবেই আমি সত্যিকারের সাফল্য ও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি' বলে মার্কিন নও-মুসলিম সেলার্স উল্লেখ করেন।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

PROPHETIC LESSONS : WHAT COMPRISES LEADERSHIP -Mirza Yawar Baig

What is it that enables some leaders to continue to be inspirational and not lose followers even when their decisions may not be to their follower's liking? This is a very critical dilemma of leadership, of walking the tightrope between populist actions and doing what needs to be done and risk losing popularity. In today's political environment of playing to the gallery, leaders are often held to 'ransom' by their followers who give or withdraw support because they don't like what the leader's decision. Or don't understand his wisdom. In modern times, the example of Al Gore comes to mind, where Americans chose George Bush over him for President of America. One can fantasize about how the world would have been different if the author of 'An Inconvenient Truth', had become President. But that is water under the bridge.

So, what is it that sets a leader apart where even when he proposes to do what his followers either don't understand or don't like, they still support him and commit to his way and he doesn't lose trust in their eyes?

The two finest examples of this in Islamic history are the Treaty of Hudaybiyyah and the Wars of Riddah. Let us see the challenges that the leaders faced in each of them.

SULEH HUDAYBIYYA

I won't narrate the history of this very famous treaty as it is well known. I will list the challenges that Rasulullah (sm) faced. They were perhaps the most severe challenges that any leader could have faced, especially one who was the Messenger of Allah and so the recipient of Wahi (Revelation). He took the people with him on Umrah, naturally with the intention of performing Umrah but thanks to a series of events which obviously he could not have anticipated, he was now in the process of signing a treaty that was so one-sided as to be humiliating for the Muslims. Two of the most difficult to accept clauses were:

1. They must return to Madinah without making Umrah
2. If a Muslim left Islam and went over to the Quraysh of Makkah he/she would be given refuge and need not be returned to Madinah. But if a non-Muslim accepted Islam and went from Makkah to Madinah, he/she must be returned to Makkah and must not be given refuge.

To add to the difficulty, Abu Jandal *bin* Suhayl the brother of Abdullah *ibn* Suhayl and *son* of Suhayl *Ibn Amr*, the orator of Quraysh had accepted Islam and consequently had been imprisoned by his father, escaped and came to Hudaybiyya having heard that Rasulullah (sm) was camped there. His father Suahyl ibn Amr was the representative of Quraysh, negotiating the treaty. The clauses of the treaty had been agreed upon but had not been written down yet. He demanded that his son should be handed over to him to be returned to Makkah in chains and Rasulullah (sm) agreed. He advised Abu Jandaly to be patient when he complained that the Quraysh would punish him for accepting Islam. The Sahaba were horrified because what was happening was directly against the custom of giving refuge to a victim and in this case to a fellow Muslim. Yet Rasulullah (sm) was honoring the clause of a treaty even though it had not yet been signed. He was honoring his word which had been given, the writing of which was merely detail. The Sahabah were very sad and angry.

Sad about not being able to enter Makkah and make Umrah and angry at what the Quraysh were demanding. Omar ibn Al Khattab even went the extent of questioning Rasulullah (sm). Once again, I will not go into the details here as these are well known. However, I would like to say that his questioning was really the unconscious expression of the doubt in the minds of many others, if not most. It was a cry of anguish in the face of the apparently placid and submissive acceptance of injustice. Yet when all was said and done, the Sahabah stood behind Rasulullah (sm) solidly and followed him and did as he instructed them to do. And that is the bottom-line and the question that I raise here,

'What was it about Rasulullah (sm) that inspired them to follow him, even when his decision was not to their liking?'

To better understand the challenge from the perspective of the followers (Sahabah) let me list some of the obvious doubts that this entire incident raises. I am not saying that the Sahabah had these doubts. Allah knows what was in their minds and hearts and that is not the subject of our discussion here. This is an objective analysis of one of the most severe tests of leadership in history which is important for us to understand. I call this the 'final exam', which qualified the Sahabah in the sight of Allah to lead the world and He opened for them not only the doors of Makkah but the whole of their world. Hudaybiyyah was the toughest exam because it was not a test of bravery or physical prowess, but a test of faith and trust. The Sahabah passed it with flying colors.

THE DOUBTS THAT THE INCIDENT RAISES ARE:

1. They believed in Muhammad (sm) as the Messenger of Allah who received Revelation (Wahi). They believed that one of the forms in which Wahi was received was in a dream. Rasoolullah (sm) had seen in his dream that he was making Umrah with his companions and so, had invited them to join him to travel to Makkah to make Umrah. However, now he was agreeing not to make Umrah that year and was going to return to Madina with them without fulfilling the intention of performing Umrah.
2. They had been taught and believed that Islam was the truth. They had been taught and believed that standing up for the truth and fighting against falsehood was a sacred trust and duty. Yet here they were apparently giving in to blatant injustice.
3. They now faced the prospect of returning to Madinah to the taunts of the Munafiqeen who would no doubt cast aspersions on the prophethood and veracity of Rasoolullah (sm).
4. For Rasulullah (sm) himself were the questions, 'If Allah wanted him to make Umrah, why did this barrier come about? Why did Allah not open the door for him to make Umrah after directing him to do so in his dream? Why was Allah wanting him to sign such a humiliating treaty with his enemies? What 'face' would he have with his followers who believed in his Messengership? What about his personal credibility as the Messenger of Allah?'

Truly Hudaybiyya was a test, difficult beyond belief. That is why I call it the 'final' exam of the Sahaba.

WARS OF RIDDAH

Before we discuss the reasons for the Sahabah remaining steadfast in their support for Rasoolullah (sm) let me mention another similar incident in early Muslim history which was a landmark for the future of Islam. This was the refusal of many tribes to pay Zakat, after the death of Rasulullah (sm). They refused on the grounds that they used to pay it to Rasulullah (sm) who was no longer present and so Zakat was not due any longer. Abu Bakr Siddique, the Khalifah, reminded them that Zakat was not a personal payment to Rasulullah (sm) but was a Rukn (Pillar) of Islam about which Rasoolullah (sm) had declared that anyone who separated Salah from Zakat had left Islam. It was on this basis that Rasulullah (sm) had refused to accept the Islam of the Banu Thaqeef of At-Ta'aif when they came to him and offered to accept Islam on condition that they be made exempt from paying Zakat. Rasulullah (sm) refused and declared that both Salah and Zakat were Pillars of Islam and equal in importance and that leaving of either would be tantamount to leaving Islam. On this basis, Abu Bakr Siddique declared war on those tribes who refused to pay Zakat.

The Sahabah were very perturbed about this as it appeared that the Khalifah Abu Bakr Siddique (R) was planning to make war on Muslims. Umar ibn Al Khattab (R) asked Abu Bakr how he could consider going to war against Muslims. Abu Bakr (R) said to him, 'What has happened to you Umar, that you were very tough when you were not a Muslim but have become soft after entering Islam?' He then reminded him about the ruling of Rasulullah (sm) about separating Zakat from the rest of Islam and said, 'Even if they refuse to give a single rope of a camel which is due, I will fight them.' And that is what he did. In retrospect, it was this single unshakable stance of Abu Bakr Siddique which preserved the integrity of Islam after Rasulullah

(sm) passed away. If he had not taken this firm stand, Islam would perhaps have disintegrated with people deciding to follow whatever suited them. But ask, 'What is it that made the Sahabah support him even when they disagreed with his decision?'

In the case of Rasulullah (sm) at Hudaybiyyah, one could say that his position as being the Messenger of Allah was sacrosanct and when you believed that he was receiving Revelation, it was perhaps easier to follow without question. However, Abu Bakr was not receiving Revelation. He was one among them, albeit first among equals, but an equal. Yet they obeyed him even though some or many didn't agree with his decision, initially. Not only did they obey him, but they put their own lives on the line and enrolled in the conscript army —which was the army of the time. Nobody stayed back. Nobody said, 'I don't agree and so I am not going to risk my life by joining the army.' What made them do that?

I believe there were two major factors that operated in both these incidents; i.e. Hudaybiyyah and the Wars of Riddah.

1. **Trust:** An unshakable faith beyond question in the personal credibility of the leader. This faith was based on the character of the leader which his followers had seen throughout his life and which inspired total trust and respect in their hearts. So, while they may have disagreed with the leader in a matter, his personal credibility, his intention that he wished the best for them, his objectivity, truthfulness, commitment to the goal (Islam), impartiality, lack of selfishness, sincerity, desire only to please Allah were never in question.
2. **Respect:** The belief that the leader was more knowledgeable, committed and sincere than any one of them. That he understands a situation better than the follower. That his track record shows that even in the past he had been right, when he differed with his followers.

As you can see, these two factors are dynamically linked. One supports the other. And both arise out of one's conduct. When you live by your principles, you don't have to keep talking about them. People see them in your life and emulate them in their own. The converse is equally true which we tragically see in our modern-day leadership. Leaders who don't walk their talk may be obeyed out of fear but are never respected and loved. There is no way that a leader can divorce his personal conduct from his stated principles and expect followers to respect and follow his lead.

Personal credibility which translates to high respect. People trust those they respect. And they don't trust those who lose respect in their estimation. A leader's life is public. Every statement, whether made in seriousness or jest, is public. Every action, private or public, personal or involving others, is public. And they all contribute to the overall picture of the leader that people hold in their minds. Image and personal credibility of the leader is built on his walking the talk. People listen with their eyes and don't care what you say until they see what you do. This is the Brand of the leader. They care less about what is being said, than about who is saying it. 'How' also matters, but only after 'Who'. If people don't respect the individual, what he/she says doesn't matter. First the who, then the how and then the what. Seems strange but that is human psychology for you. People must first trust a leader. Then they listen to how he puts across his proposal. Then they think about what he is asking them to do. If the first two, especially the first one (high personal credibility), is strong, people will even go to extraordinary lengths to follow their leaders.

In times of stress, success of the leader depends on the ability of followers to recall and remember the brand. And still obey and follow the leader and commit themselves even when they don't fully understand why they should commit. And even when they may not agree with some of what the leader is doing. Please note that what I am referring to is not what happens after the leader has explained what he is doing and why he wants their support. I am talking about a time when the leader may not have the time, opportunity or may for reasons of confidentiality, decide on a course of action without consulting his team. Will the team still follow him and commit fully to him and his course or will they hold back, rebel and not support? That is the meaning of faith in the leadership. Like all good things, maybe easier said than done, but like flying, if you want to fly, you must be aerodynamic. There is no alternative.

Contents

কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল

-হাফীযুর রহমান

(২য় কিস্তি)

হাদীছে এসেছে,

وعن جابر رضي الله قال سمعت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ-

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব'।[১]

وعن مالك بن أنس مرسلا قال : قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

মালেক ইবনু আনাস (রহঃ) হ'তে মুরসালরূপে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাত তথা হাদীছ'।[২]

আর আপনি যদি 'আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ পরিত্যাগ করে শয়তানের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 'কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে, আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। যার (অর্থাৎ শয়তানের) সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, সে তাকে বিপথগামী করবে, আর তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে' *(হজ্জ ২২/৩-৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ-

'এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না। শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত' *(বাক্বারাহ ২/১০১-১০২)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ পরিত্যাগ করে বিবেকের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ-

'তবুও মানুষের মধ্যে এমন আছে যারা জ্ঞান, পথের দিশা ও কোন আলোক প্রদানকারী কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। ঘাড় বাঁকিয়ে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে। তার জন্য আছে লাঞ্ছনা এ দুনিয়াতে, আর ক্বিয়ামতের দিন তাকে আস্বাদন করাব (অগ্নির) দহন যন্ত্রণা' *(হাজ্জ ২২/৮-৯)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ-

'এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করে ফেলবে। যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনকে ভুলে গেছে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 'কিন্তু অধিকাংশ লোকই

---

১. মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়, নবী করীম (ছাঃ)-এর হজ্জ' অনুচ্ছেদ, হা/১২১৮,[২১৩৭]; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৯৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২১, আলবানী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৩৯৫, ইমাম হাকেম 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন; মিশকাত হা/১৮৬, আলবানী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

অজ্ঞতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে, তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত' *(আন'আম ৬/১১৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-

'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহ'লে জেনে রাখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথ নির্দেশ ছাড়াই যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ পরিত্যাগ করে মানুষের মতামতের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى-

'তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে' *(নাজম ৫৩/২৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 'তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে, সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা হঠাৎ ছিনিয়ে নিবেন না। বরং আলেমগণকে তাদের ইলমসহ ক্রমশ তুলে নেয়ার মাধ্যমে তা ছিনিয়ে নিবেন। তখন কেবল মূর্খ নেতারা (আলেমগণ) অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফৎওয়া চাওয়া হবে। তারপর তারা মনগড়া ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৩]

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে ফাসেক আলেম ও ইবাদতকারীদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ 'তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোন কিছু থেকে তোমাকে ফিৎনায় না ফেলতে পারে' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 'আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ 'হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই আলেম ও দরবেশদের অনেকেই অন্যায় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষদের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে' *(তওবা ৯/৩৪)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে নেককার আলেম ও ইবাদতকারীদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 'আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মরিয়ম-পুত্র মাসীহ্কেও। অথচ তাদের এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু উর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তাথেকে' *(তওবা ৯/৩১)*।

وَعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ-

---

৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী 'কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা' অধ্যায়, 'মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস নিন্দনীয়' অনুচ্ছেদ, হা/৭৩০৭; মুসলিম 'ইলম' অধ্যায়,'শেষ যামানায় ইলম উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা ও ফিৎনা প্রকাশ পাওয়া' অনুচ্ছেদ, ৪/২০৫৮, হা/২৬৭৩।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সঙ্গে ও হাত হাতের সঙ্গে, এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে থাকে তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি ইহুদী ও নাছারা? তিনি বলেন, তবে আর কারা?।[৪]

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে নেতৃবর্গ ও প্রভাবশালীদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا 'আগুনে যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে-হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম। আর তারা বলবে- হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতাদেরকে ও আমাদের প্রধানদেরকে মান্য করতাম। তারাই আমাদের গোমরাহ করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও আর তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে পূর্বপুরুষদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 'তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে যা করতে দেখেছি (অর্থাৎ তাদেরকে যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছি) আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না (তবুও কি তারা তাদের পথেই চলবে)?' *(মায়েদাহ ৫/১০৪)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে অধিকাংশ মানুষের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তাহ'লে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ..... وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর মুনাফিক্ব ও কাফেরকে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে কী বলতে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলত আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে দু'জাতি (অর্থাৎ মানুষ ও জিন) ছাড়া তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে'।[৫]

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে অধিকাংশ মুসলিমের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ-

মু'আবিয়া ইবনু সুফিয়ান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে ৭২ দল জাহান্নমে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আহ'।[৬]

---

৪. বুখারী হা/৭৩২০, নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করতে থাকবে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৬৯৫২[২৬৬৯], 'ইহুদীদের আদর্শ অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৩৬১।

৫. বুখারী হা/১৩৭৪, 'কবরের আযাব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে' অনুচ্ছেদ।

৬. আবু দাউদ হা/৪৫৯৯ [৪৫৯৭], 'সুন্নাতের ব্যাখ্যা' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি হাসান লি হায়রিহী।

**জামা'তের পরিচয় দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ' 'জামা'আত বলতে যা হক্বের*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সকলেই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত'।[৭]

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন ও পূর্বসুরীদের বর্ণিত হাদীছ পরিত্যাগ করে তাদের মতামতের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ 'বরং তারা তাই বলেছিল যা বলেছিল আগের লোকেরা' *(মুমিনুন ২৩/৮১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ 'তাহ'লে তারা কি (আল্লাহ র) এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? কিংবা তাদের কাছে এমন কিছু (নতুন বস্তু) এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?' *(মুমিনূন ২৩/৬৮)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে পরবর্তীদের মতামত অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ 'তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোন কিছু থেকে তোমাকে ফিৎনায় না ফেলতে পারে' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 'আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি 'আল্লাহ , দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার ক্ষেত্রে কুরআন পরিত্যাগ করে কোন সম্প্রদায় ও দলের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ 'কিন্তু মানুষ তাদের কর্তব্য কর্মকে বহুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে, আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে আনন্দিত। কাজেই তাদেরকে কিছুকাল তাদের অজ্ঞনতাপ্রসূত বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও' *(মুমিনুন ২৩/৫৩-৫৪)*।

সাধারণত প্রত্যেক দল নিজ নিজ গঠনতন্ত্রের উপর অটল থাকে : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন; তারা বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অথচ পরবর্তী কিতাবকে (কুরআনকে) তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা পূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৯১)*।

দ্বিতীয় দলের নেতৃবর্গ সেসব বিষয় প্রত্যাখ্যান করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা তাদের কিতাবে (গঠনতন্ত্রে) নেই, যদিও তা সত্য হয় : তারা বলে, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 'আর তোমাদের দ্বীনের অনুসারী ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না। তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্র (নির্দেশিত) পথই একমাত্র পথ; (এবং এটা আল্লাহর নীতি যে) একদিন তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তা-ই অন্য কাউকে দেয়া হবে অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্ত প্রমাণ পেয়ে যাবে। বল, কল্যাণ আল্লাহ্রই হ'তে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যশালী ও সর্বজ্ঞ' *(ইমরান ৩/৭৩)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে অহমিকার অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক নারী মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত, নবী করীম

পড়ো হবে, যদিও তুমি একা হও'? (ইবনু আসাকির, তারিখে দামেশক্ব নাকম (৪৬/৪০৯) গ্রন্থে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন-অনুবাদক ।

৭. তিরমিযী হা/২৬৪১, 'এই উম্মতের অনৈক্য' অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান লি গায়রিহী।

(ছাঃ) বললেন, আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে একেই রজম করতাম'।[৮]

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে উত্তেজনার অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 'হে ঈমানদারগণ! পবিত্র বস্তুরাজি যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম করে নিও না আর সীমালঙ্ঘন করো না, অবশ্যই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না' *(মায়েদাহ ৫/৮৭)*।

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي–

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হ'ল, তখন তারা (নবী করীম (ছাঃ)-এর) ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'তে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর ছালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় ছিয়াম পালন করব এবং কখনো ছেড়ে দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সঙ্গ ত্যাগ করব, কখনও বিবাহ করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশী অনুগত; অথচ আমি ছিয়াম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। ছালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও নারীদেরকে বিবাহও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (জীবন-যাপন পদ্ধতি) হ'তে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৯] (ক্রমশঃ)

(মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আম্মারী الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ বই অবলম্বনে লিখিত)

[লেখক : নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর]

---

৮. বুখারী হা/৭৩১০, নবী বরীম (ছাঃ)-এর বাণী, ' আমি যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত রজম করতাম' অনুচ্ছেদ।
লোকদের নীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করতে থাকবে' অনুচ্ছেদ ; মুসলিম হা/৬৯৫২[২৬৬৯], 'ইহূদীদের আদর্শ অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৩৬১।

৯. বুখারী হা/৫০৬৩, 'বিবাহ' অধ্যায়।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

সংগঠন সংবাদ

যেলা সম্মেলন, যশোর

(১) যশোর ২০শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

যেলা সম্মেলন, লালমণিরহাট

(২) লালমণিরহাট ৩০শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কালেক্টর ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম।

(৩) জয়নগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ফুলবাড়ী থানাধীন জয়নগর বাজার মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ফুলবাড়ী উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

(৪) কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার :

অদ্য বাদ সকাল ১০-টায় নারায়ণগঞ্জ যেলা কার্যালয়ে এক প্রশিক্ষণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জালালুল কবীর-এর সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকিম আহমাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল কালাম, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ছফিউল্লাহ ও যেলা যুবসংঘের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৫) গাবতলী, বগুড়া ৩রা এপ্রিল বুধবার :

অদ্য বাদ মাগিরব পুরাতন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাবতলী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গাবতলী উপযেলা আন্দোলনের সভাপতি সহীমুদ্দীন গামা-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বগুড়া যেলা সভাপতি, আব্দুর রহীম ও যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৬) দক্ষিণ শাহবাজপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন দক্ষিণ শাহবাজপুর (বড়গ্রাম) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিরামপুর উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ।

(৭) কুমিল্লা ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার :

অদ্য বাদ আছর কুমিল্লা যেলা মারকাযে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা ওডিট পরবর্তী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি ইউসুফ আহাম এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

(৮) কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার :

অদ্য বাদ যোহর তালা শাহবাজপুর আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় মসজিদে যেলা ওডিট ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলোহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যেলা সভাপতি মর্তুজা-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলে যেলা আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম।

(৯) শিবগঞ্জ, বগুড়া, ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন কুড়াহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শিবগঞ্জ উপযেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

(১০) ১১ই মার্চ খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী রবিবার :

অদ্য বাদ এশা খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে আব্দুল বারী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলোহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেনে 'বাংলাদেশ আহলোহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল মুমিন ও জাগরণী পরিবেশন করেন হাফিযুর রহমান।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ?
উত্তর : সম্ভবত এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ।
২. প্রশ্ন : হযরত ছালেহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ব্যবধান কত?
উত্তর : ২০০০ বছর।
৩. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ব্যবধান কত?
উত্তর : ১৭০০/২০০০ বছর।
৪. প্রশ্ন : 'আবুল আম্বিয়া' বা 'নবীগণের পিতা' বলা হয় কাকে?
উত্তর : হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে।
৫. প্রশ্ন : 'নবীগণের নেতা' বলা হয় কাকে?
উত্তর : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে।
৬. প্রশ্ন : 'উম্মুল আম্বিয়া' বা 'নবীগণের মাতা' বলা হয় কাকে?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারাকে।
৭. প্রশ্ন : কার বংশধরকে 'বনু ইসরাঈল' বলা হয়?
উত্তর : হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরদের।
৮. প্রশ্ন : বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে।
৯. প্রশ্ন : কেন'আনের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : ফিলিস্তীন।
১০. প্রশ্ন : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা মোবারক কার মত ছিল?
উত্তর : পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর মত ছিল।
১১. প্রশ্ন : আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত কতজন নবী এই পৃথিবীত এসেছিলেন?
উত্তর : ১০ থেকে ১২ জন নবী।
১২. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে।
১৩. প্রশ্ন : কালেডীয় (كلداني) জাতির একচ্ছত্র সম্রাটের নাম কি? উত্তর : নমরূদ।
১৪. প্রশ্ন : সে কতদিন রাজত্ব করে?
উত্তর : প্রায় চারশো বছর।
১৫. প্রশ্ন : নমরুদের মন্ত্রী ও প্রধান পুরাহিত 'আযর'-এর নাম কি? উত্তর : আযর।
১৬. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা দেখতে কেমন ছিলেন?
উত্তর : আদি মাতা বিবি হাওয়ার পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ট সুন্দরী মহিলা।
১৭. প্রশ্ন : তিনি কত দিন বেঁচেছিলেন এবং কোথায় মারা যান?
উত্তর : ১২৭ বছর; হেবরনে।
১৮. প্রশ্ন : সারার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আঃ) কাকে কাকে বিবাহ করেন?
উত্তর : ক্বানতুরা বিনতে ইয়াক্বতিন ও হাজূন বিনতে আমীনকে।
১৯. প্রশ্ন : তাদের দু'জনের পেট থেকে কতজন সন্তান জন্মলাভ করে?
উত্তর : ৬+৫=১১টি।
২০. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) কতদিন বেঁচেছিলেন?
উত্তর : প্রায় দু'শ বছর।
২১. প্রশ্ন : তাঁর সম্পর্কে কয়টি সূরায় কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াত।
২২. প্রশ্ন : কোন নবীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছেল?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)কে।
২৩. প্রশ্ন : জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় ইবরাহীম (আঃ) কি বলেছিলেন?
উত্তর : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' (আলে ইমরান ১৭৩)।
২৪. প্রশ্ন : এই কঠিন মুহূর্তের পরীক্ষার পুরষ্কার স্বরূপ আল্লাহ কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর : قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (আম্বিয়া ৬৯)।
২৫. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) কত বছর বয়সে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন? উত্তর : সত্তরোর্ধ্ব বয়সে।
২৬. প্রশ্ন : তাঁর দাওয়াতে কয়জন ঈমান এনেছিল?
উত্তর : শুধুমাত্র স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত (আঃ)।
২৭. প্রশ্ন : বাবেল নগরীর বর্তমান নাম কি?
উত্তর : 'বাগদাদ'।
২৮. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) মিসর সফরের প্রক্কালে কোন কঠিন ও মর্মান্তিক পরীক্ষার সম্মুখীন হন?
উত্তর : মিসরের নারী লোলুপ মদ্যপ ফেরাঊন সম্রাটের কবলে। যে সুন্দরী নারীদের অপহরণ করত। যে মহিলাকে করা হ'ত তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি তার স্বামী হ'ত তাহ'লে তাকে হত্যা করা হ'ত। আর যদি ভাই বা পিতা হ'ত তাহ'লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত।
২৯. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী 'সারা' সম্বন্ধে কি পরিচয় দিয়েছিলেন?
উত্তর : বোন (নিঃসন্দেহে 'সারা' তার ইসলামী বোন ছিলেন)।
৩০. প্রশ্ন: ইবরাহীম আঃ কিভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ) তাকে ছেড়ে দিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ও আল্লাহর নিকট স্বীয় স্ত্রীর ইযযতের হেফাযতের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন এবং সারাও তার দিকে সম্রাট এগিয়ে এলে, তখন তিনি ওযূ করার জন্য গেলেন ও ছালাত রত হয়ে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : কোথায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়? উত্তর : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে।
২. প্রশ্ন : দেশের কর্মসংস্থানে শীর্ষ খাত কোনটি?
উত্তর : তৈরী পোষাক।
৩. প্রশ্ন : দেশের সিটি কর্পোরেশন কতটি? উত্তর : ১২টি।
৪. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের পৌরসভা কতটি?
উত্তর : ৩২৭টি।
৫. প্রশ্ন : প্রথম বাংলাদেশী বংশাদ্ভুত হিসাবে কে যুক্তরাজ্যের কেইম্যান আইল্যান্ডের গভর্নর নির্বাচিত হন?
উত্তর : আনোয়ার চৌধুরী।
৬. প্রশ্ন : আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? উত্তর : নবম।
৭. প্রশ্ন : বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অবসরে যাওয়ার বয়সসীমা কত?
উত্তর : ৫৯ বছর।
৮. প্রশ্ন : ১৭ই এপ্রিল '১৮ কোন দু'টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়?
উত্তর : খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এবং আহছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৯. প্রশ্ন : দেশের চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হচ্ছে কোনটি?
উত্তর : সৈয়দপুর।
১০. প্রশ্ন : চট্টগ্রাম যেলার বর্তমান ইংরেজী বানান কি?
উত্তর : Chattogram.
১১. প্রশ্ন : কোন বিট্রিশ নাগরিককে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।
উত্তর : লুসি হেলেন ফ্রান্সিস হল্টকে।
১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ইতিহাসে টানা দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হন কে?
উত্তর : ২১তম প্রেসিডেন্ট অবদুল হামিদ।
১৩. প্রশ্ন : মেডেল অব ডিসটিংকশন সম্মাননা পান কে?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
১৪. প্রশ্ন : ২৪-২৫ মার্চ '১৮ মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত ২৫তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন কে?
উত্তর : বাংলাদেশের মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম।
১৫. প্রশ্ন : গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক ২০১৮'-তে বাংলাদেশর অবস্থান কততম? উত্তর : ১৪৭তম।
১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশের চারটি বিমানের প্রস্তাবিত নতুন নাম কি কি?
উত্তর : আকাশবীণা, হংসবলাকা, গাঙচিল ও রাজহংস।
১৭. প্রশ্ন : কত তারিখে তুর্কি ভাষায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ২৭শে মার্চ ২০১৮।
১৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৫৭টি।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : কত তারিখে বিবিসি বাংলা বিভাগ 'প্রভাতি' ও 'পরিক্রমা' অধিবেশন বন্ধ করে?
উত্তর : ১লা এপ্রিল '১৮ রবিবার থেকে।
২. প্রশ্ন : চীন মার্কিন পণ্য আমদানিতে সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট শুল্ক আরোপ করে?
উত্তর : ২৫%।
৩. প্রশ্ন : আরব লীগের ২৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
উত্তর : সৌদি আরবে, দাহরানে।
৪. প্রশ্ন : মিয়ানমারের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : উইন মিন।
৫. প্রশ্ন : ৩২তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : সিঙ্গাপুর।
৬. প্রশ্ন : প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স কোন দেশের জিডিপি'তে সর্বাধিক অবদান রাখে?
উত্তর : কিরগিজস্থানে।
৭. প্রশ্ন : তুরস্কের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দের নাম কি?
উত্তর : Akkuyu Nuckear Power Plant
৮. প্রশ্ন : বিশ্বে মোবাইল ফোন সেট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : চীন।
৯. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১০. প্রশ্ন : গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক ২০১৮' শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : নরওয়ে।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সেতু মির্নিত হতে যাচ্ছে কোথায়?
উত্তর : চীনে; (৫৫কি.মি বা ৩৪ মাইল দীর্ঘ)।
১২. প্রশ্ন : ২০১৮ সালে কোন দু'টি দেশ বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বে প্রথম বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছিল কবে?
উত্তর : ১৯৩০ সালে।
১৪. প্রশ্ন : ইথিইপিয়ার প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : আবি আহমেদ *(দায়িত্ব গ্রহণ ২ এপ্রিল '১৮)*।
১৫. প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক-এর বসন্তকালীন বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : ওয়াশিনটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
১৬. প্রশ্ন : জনবহুল ও ক্রমসম্প্রসারণশীল শীর্ষ শহর কোনটি? উত্তর : বাহাই, চীন।
১৭. প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মে বিশেষ অবদান রাখার জন্য 'বাদশাহ ফায়সাল' আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান কে?
উত্তর : অধ্যাপক ইরবান্দি জাসবীর; (ইন্দোনেশিয়া)।
১৮. প্রশ্ন : মাথাপিছু গোশত গ্রহণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র; ১২০.২ কেজি।
১৯. প্রশ্ন : বৈশ্বিক অভিবাসী ও প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত (৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।